মদিনায় রাষ্ট্রীয় সফরে ভারতের প্রথম অমুসলিম প্রতিনিধিদল

সারে-জমিন

মিডে ডে মিল কর্মীদের দাবি দিবস পালন

সাধারণ

বিলকিস বানু মামলার রায়ে বিজেপি কতটা অস্বস্তিতে?

সম্পাদকীয়

সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়

দাওয়াত

বুমরা-সিরাজরা এগোলেন টেস্ট ক্রমতালিকায়ও

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
১১ জানুয়ারি, ২০২৪
২৫ পৌষ ১৪৩০
২৮ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 11 ■ Daily APONZONE ■ 11 January 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

মাদ্রাসা শিক্ষকদের সম্মানী ভাতা বন্ধ করে দিল যোগী সরকার

আপনজন ডেস্ক: জোর ধাক্কা খেল উত্তরপ্রদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। যোগী আদিত্যনাথ সরকার মাদ্রাসা শিক্ষকদের সাম্মানিক ভাতা প্রদান বন্ধ করে দিয়েছে। অখিলেশ যাদবের নেতৃত্বাধীন সমাজবাদী পার্টি সরকার এই সম্মানী প্রকল্পটি চালু করেছিল। যোগী সরকার এই সুবিধা বন্ধ করার ফলে প্রায় ২৫,০০০ মাদ্রাসা শিক্ষক বিপাকে পড়েছেন। ২০১৬ সালে অখিলেশ সরকার মাদ্রাসায় বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতির লক্ষ্যে স্নাতক মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য ৮,০০০ টাকা এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষকদের জন্য ১৫,০০০ টাকা প্রদান শুরু করেছিল। তবে, যোগী সরকারের এই আর্থিক সহায়তা বন্ধ করা নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। সংখ্যালঘু কল্যাণ, মুসলিম ওয়াকফ এবং হজ প্রতিমন্ত্রী দানিশ আজাদ আনসারি মাদ্রাসার শিক্ষক এবং তাদের প্রতিনিধিদের সাথে বেশ কয়েকটি বৈঠক করেছেন। এই প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, যোগী সরকার সম্মানী বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ।যার ফলে ন্যায়বিচারের আশায় থাকা শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। উল্লেখ্য, প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকার মাদ্রাসা আধুনিকীকরণ প্রকল্পে '৯৩-'৯৪এ হিন্দি, ইংরেজি, বিজ্ঞান, গণিত বিষয়ে মাদ্রাসা শিক্ষকদের ভাতা চালু করেছিল।

জনসমক্ষে ঝগড়া বন্ধ না করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে, দলীয় নেতাদের হুঁশিয়ারি মমতার

আপনজন ডেস্ক: তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রত বক্সি যৌথভাবে দলের নতুন মুখপাত্রের নাম ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলার প্রথম সুযোগটি কাজে লাগিয়ে পুরনো বনাম নতুন প্রজন্মকে নিয়ে বিতর্ককারীদের জনসমক্ষে তাদের মতামত প্রকাশ বন্ধ করার জন্য হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাটের বাসভবনে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নেতাদের সঙ্গে আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতি মূলক দলীয় বৈঠকে তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দোপাধ্যায় বুধবার বলেন, জনসমক্ষে ঝগড়া বন্ধ করুন, অন্যথায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এই প্রস্তুতি মূলক বৈঠকে মমতা সাম্প্রতিক সময়ে দলের রাজ্য স্তরের মুখপাত্রদের একটি অংশের ভূমিকা নিয়ে "গভীর অসন্তোষ" প্রকাশ করেছেন এবং দলের জন্য নতুন মুখপাত্রদের চিহ্নিত করার পথ নির্ধারণ করেছেন বলে জানা গেছে। সম্প্রতি, বাংলার ক্ষমতাসীন তৃণমূল সরকারের মধ্যে গভীর ফাটল দেখা দেয় যখন বিভাজনের উভয় পক্ষের শীর্ষ নেতাদের কাছ থেকে প্রকাশ্যে মন্তব্য আসে যে তরুণ ব্রিগেডটি দলের মধ্যে এবং সরকারী পদগুলিতে অভিজ্ঞ প্রবীণদের প্রতিস্থাপন করা উচিত কিনা।

বুধবারের বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। গত ১ জানুয়ারি তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসের জনসভায় সুব্রত বক্সির একটি মন্তব্যে দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন, যিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখপাত্র হিসেবে বিবেচিত, যিনি তরুণ নেতাদের কার্যকারিতার পক্ষে ছিলেন।

গত রবিবার ডায়মন্ড হারবারে এক জনসভায় অভিষেক নিজেই স্পষ্টভাবে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন যে দলের তরুণরা তাদের বয়স্ক সহকর্মীদের চেয়ে বেশি কাজ করে কারণ "বয়স তাদের স্বাভাবিক সুবিধা দেয়"। তার দাবি, তৃণমূলে প্রবীণ ও তরুণ নেতাদের মধ্যে কোনও মতবিরোধ নেই এবং এই ইস্যুতে দলের মধ্যে কোনও বিভেদ নেই।

সুব্রত বক্সি ও কুণাল ঘোষের বাকযুদ্ধের পরে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাপস রায়, অর্জুন সিং এবং সোমনাথ শ্যামের মতো নেতাদের মধ্যে প্রকাশ্যে মৌখিক লড়াই হয়েছিল, কুনাল ঘোষ প্রকাশ্যে সিংকে তাঁর মন্তব্যের জন্য তিরস্কার করেছিলেন এবং সৌগত রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আবদুল করিম চৌধুরীর মতো প্রবীণ নেতারা বিতর্কে তাদের নিজ নিজ পক্ষ নিয়েছিলেন। এদিন দলের নেতাদের সে কথা জানিয়ে মমতা বলেন, 'জনসমক্ষে যথেষ্ট কথা বলা হয়েছে। দলের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর এমন কাজ বন্ধ করুন। যে সব নেতাদের দলে নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাঁদের অবশ্যই তা মেনে চলতে হবে। দলের নেতাদের একটি অংশ যেভাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করেছে তাতে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। সুব্রত বক্সী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে যৌথভাবে দলে নতুন মুখপাত্র দর চিহ্নিত করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন মমতা। বক্সি বলেন, দিদি আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে এবং আমাদের লড়াইকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। মন্ত্রী ও সবং-এর বিধায়ক মানস ভুঁইয়া বৈঠকের পর সাংবাদিকদের বলেন, "ব্যক্তিগত স্তরে মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু তা দলের অভ্যন্তরে আলোচনা করা উচিত এবং বাইরে কথা বলা উচিত নয়।

ভুঁইয়া আরও বলেন, 'শুধু বাংলায় নয়, ভারত ও সারা বিশ্বে পুরনো ও নতুন প্রজন্ম রয়েছে। একটি 'নিউজ আইটেম' খুঁজে পেয়ে তাকে নিয়ে উত্তেজনা তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু দলে নতুন বনাম পুরনো কোনও নেতা নেই। মনে রাখবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্ব দেবেন এবং তার চিফ জেনারেল হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের দেওয়া সমস্ত দায়িত্ব তিনি পালন করবেন।

মানস ভুঁইয়া আরওবলেন, আমাদের নিজেদের মধ্যে কোনো ঝগড়া নেই। আমাদের চেয়ারপার্সন আজ আমাদের আশীর্বাদ করেছেন এবং এখন আমরা জনগণের আশীর্বাদে কুড়াব। লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রার্থী চূড়ান্ত করবে দল। এ বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়, আমরা জনগণের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ঐক্যবদ্ধভাবে বিজেপির স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করব।

প্রধান বিচারপতির ঐতিহাসিক মন্তব্য

সংবিধিবদ্ধ হলেও যে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যালঘু মর্যাদা বাতিল করা যাবে না

আপনজন ডেস্ক: আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের (এএমইউ) সংখ্যালঘু মর্যাদা নিয়ে সাত বিচারপতির বেঞ্চের সভাপতিত্ব করার সময় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় জোর দিয়ে বলেন, প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা সংখ্যালঘু চরিত্রকে হ্রাস করে না।

প্রধান বিচারপতি সোমবার শুনানিতে বলেন, কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রণীত একটি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলেও যে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সংখ্যালঘুর মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের (এএমইউ) সংখ্যালঘু মর্যাদা সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি আবেদনের শুনানির সময় সাত বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চের সভাপতিত্ব করে তিনি বলেন, জনস্বার্থে রাষ্ট্র শিক্ষকদের চাকরির শর্তাবলী ন্যায্য, প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের চাকরির মৌলিক শর্ত, ডিগ্রি প্রদানের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা, পরীক্ষার মান, সিলেবাস বা পাঠ্যক্রমের মান নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার রাখে।

একই সঙ্গে তিনি বলেন, প্রশাসনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যা রাষ্ট্র চাপিয়ে দিতে পারে। এটি সংখ্যালঘু বা অ-সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে বোর্ড জুড়ে প্রযোজ্য প্রতিষ্ঠানের (সংখ্যালঘু চরিত্র) থেকে বিচ্যুত করা হয় না।

প্রধান বিচারপতি বলেন, সংবিধানের ৩০ ধারায় সংখ্যালঘুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকারের কথা বলা হয়েছে এবং সংবিধানের ৩০ ধারা কার্যকর করার জন্য আমাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যালঘুদের দ্বারা প্রশাসন গ্রহণ করতে হবে না।

প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, আজ, একটি নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রে, কিছুই নিরঙ্কুশ নয়। শুধুমাত্র আইন দ্বারা পরিচালিত হওয়ার অধিকার একটি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এটি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যালঘু চরিত্রকে হ্রাস করে না।

যে "প্রশাসন" শব্দটির কোনও বিধিবদ্ধ বা সাংবিধানিক সংজ্ঞা নেই এবং উল্লেখ করা যেতে পারে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়কে কেবল ধর্মীয় কোর্স পরিচালনা করা বা শুধুমাত্র কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য ভর্তির সুযোগ দেওয়া দেওয়া উচিত নয়।

বেঞ্চের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে একমত পোষণ করে এএমইউয়ের আইনজীবী রাজীব ধাওয়ান বলেন, 'এটা মুসলিম, মুসলিম, মুসলিম হতে পারে না। এটি সহজভাবে হতে পারে না কারণ সংবিধান শুরু হওয়ার পরে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উদার উপাদান রয়েছে।

প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি সূর্যকান্ত, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা, বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত, বিচারপতি মনোজ মিশ্র ও বিচারপতি এসসি শর্মার সাংবিধানিক বেঞ্চ ১০ জানুয়ারি এই মামলার আবার শুনানি করবে।

উল্লেখ্য, সংবিধানের ৩০ ধারায় সংখ্যালঘুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার দেওয়া হয়েছে। ৩০ (১) ধারায় সংখ্যালঘুদের ধর্ম বা ভাষার ভিত্তিতে তাদের পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার অধিকার প্রদান করে।

রাম মন্দির উদ্বোধনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান সোনিয়া, খাড়গে সহ কংগ্রেস নেতাদের

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সোনিয়া গান্ধী এবং অধীর রঞ্জন চৌধুরী রাম মন্দিরের অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ "সম্মানের সাথে প্রত্যাখ্যান" করেছেন এবং অভিযোগ করেছেন যে বিজেপি এবং আরএসএস "নির্বাচনী লাভের" জন্য এটিকে "রাজনৈতিক প্রকল্পে" পরিণত করেছে।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ এক বিবৃতিতে বিজেপি ও আরএসএস নেতাদের দ্বারা "অসম্পূর্ণ" মন্দির উদ্বোধনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দির রে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন কংগ্রেস সভাপতি ও রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা খাড়গে, কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন রাহুল গান্ধী এবং লোকসভায় কংগ্রেসের নেতা চৌধুরী। তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে কোটি কোটি মানুষ ভগবান রামের পূজা করেন। ধর্ম একটি ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু আরএসএস/বিজেপি দীর্ঘদিন ধরে অযোধ্যায় মন্দির নির্মাণের একটি রাজনৈতিক প্রকল্প তৈরি করেছে। বিজেপি ও আরএসএস নেতাদের দ্বারা অসম্পূর্ণ মন্দিরের উদ্বোধন স্পষ্টতই নির্বাচনী লাভের জন্য সামনে আনা হয়েছে। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বলেন, '২০১৯ সালের সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে এবং ভগবান রামকে শ্রদ্ধা কারী লক্ষ লক্ষ মানুষের আবেগকে সম্মান জানিয়ে মল্লিকার্জুন খাড়গে, সোনিয়া গান্ধী এবং অধীর রঞ্জন চৌধুরী সম্মানের সঙ্গে আরএসএস/বিজেপির অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ

INTERNATIONAL KOLKATA BOOK FAIR

স্টল নং ৪৬৬

(৭ নং ও ৮ নং গেট-এর সন্নিকটে)

১৮-৩১ জানুয়ারি, ২০২৪

(সেন্ট্রাল পার্ক মেলা প্রাঙ্গণ, সল্টলেক)

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

www.aponzonepatrika.com

আপনজন পাবলিকেশন

৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬ • ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো • এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ.)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ

- বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
- সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
- সঠিক বাংলা উচ্চারণ
- বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
- পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
- প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ

সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০/-

দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট প্যাকসহ ১৪০০/-

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :

- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০/-
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০/-
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০/-
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০/-
- বজ্রকলম ২৫০/-
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০/-
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০/-
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০/-
- পুস্তক সম্রাট ৯০/-
- অনন্য জীবন ১৫০/-
- মুসাফির ১১০/-
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০/-
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০/-
- সেরা উপহার ৩০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০/-
- রক্তমাখা ডায়েরী ৩০/-

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন

বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭

ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

প্রথম নজর

ধান কেনার কাজ খতিয়ে দেখতে বিডিও সরজমিনে

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: বুধবার উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের কিষাণ মান্ডিতে সরেজমিনে ধান কেনার কাজ খতিয়ে দেখলেন উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক। সরকারিভাবে কৃষকদের থেকে সরাসরি ধান কেনা শুরু করেছে রাজ্য সরকার।রাজ্যের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি হাওড়া জেলাতেও শুরু হয়েছে এই কাজ। কৃষকদের সুবিধার্থে চাষিদের কাছ থেকে সরাসরি ধান কিনে থাকে রাজ্য সরকার। এবার রাজ্যের খাদ্য দফতর সিদ্ধান্ত নিয়েছে অতিরিক্ত ধান কেনা হবে। মূলত রেশন ব্যবস্থাকে সচল রাখার জন্য খাদ্য দফতরের আধিকারিকরা বৈঠক করে অতিরিক্ত ধান কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।এদিন উলুবেড়িয়ার কিষাণ মান্ডিতে ধান কেনার কাজ খতিয়ে দেখে বিডিও রিয়াজুল হক জানান,জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ধান না ফলায়
অনেক সময়ে চাষীরা নিরুপায় হয়ে চাষের খরচ তোলার জন্য ফঁড়েদের কাছে কম দামে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হন!বিডিওর আহ্বান চাষীদের পাশে রাজ্য সরকার আছে সর্বদাই।তাই আপনাদের জমির ধান আপনারা নিকটবর্তী সরকারি ধান কেন্দ্রে বিক্রি করুন।
এদিন উলুবেড়িয়ার কিষাণ মান্ডিতে বিডিও ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের আধিকারিক রবীন সামন্ত,উলুবেড়িয়া-১নং পঞ্চায়েত সমিতির তিন কর্মাধ্যক্ষ আজিজুল ইসলাম মোল্লা,সেখ মফিজুল,মুরাদ আলি প্রমুখ।

নাবালিকা ধর্ষণে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: মানসিক ভারসাম্যহীন এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলেন চুঁচুড়ার পকসো কোর্টের বিচারক অরুন্ধতী ভট্টাচার্য চক্রবর্তী। জানা যায় ২০২২ সালের ২৫ মার্চ হুগলির বলাগড়ে এক নাবালিকাধর্ষণে অভিযুক্ত হয় বিশ্বদেব কুণ্ডু। তারই জেল হল।

দলিল আছে,জমি নেই, জমি জালিয়াতি ঘিরে চাঞ্চল্য চুঁচুড়ায়

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: আবারো জমি জালিয়াতি চুঁচুড়া পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁসারিপাড়া ভাতৃসংঘ এলাকায়। অভিযোগ ঐ এলাকার বাসিন্দা ধীরেন্দ্রনাথ জানার বিরুদ্ধে।ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যাচ্ছে পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের কাঁসারিপাড়া ভাতৃ সংঘ মাঠ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা ধীরেন্দ্রনাথ যানা, ওই এলাকারই এক ব্যক্তি রাজা হরিকে একটি জমি বিক্রি করেছিলেন, ওই জমির ব্রোকারী করেছিল ওই এলাকারই দুজন শম্ভু মন্ডল ও প্রসেনজিৎ মন্ডল, ২০২৩ সালের জুলাই মাসে সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে রাজা হরি ধীরেন্দ্রর কাছ থেকে জমিটি কিনেছিলেন, যদিও রীতিমত রেজিস্ট্রিও করে দেওয়া হয় রাজাকে, রেজিস্ট্রেশন সহিত খরচ হয় ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, কয়েকদিন পরে জমি দখল নিতে চাইলে রাজার কাছ থেকে কটা দিন সময় চেয়ে নেয় ধীরেন্দ্র, পরবর্তীতে জমির দখল না পাওয়ায়, ম্যাপ দেখে জমিতে বেড়া দিতে গেলে, রাজা জানতে পারেন যে জমি তিনি কিনেছেন সেই জমি ধীরেন্দ্রর নয়, রাজা জানেন বাবা মায়ের জমানো টাকা থেকেই কিনেছিলাম জমিটি, এখন জানতে পারছি ওই জমিটি কিনে প্রতারণা শিকার হয়েছি, প্রতারণা শিকার হয়ে রাজার বোন

করিসমা একবার আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন, এলাকাবাসী দরজা ভেঙে তাকে বাঁচান, এ বিষয়ে ধীরেন্দ্রনাথ জানার বাড়িতে গেলে তার স্ত্রী জানিয়ে দেন তিনি এখানে এখন থাকেন না, কখনো কখনো আসেন, তবে এলাকার মানুষ জানান এই ধরনের প্রতারণা করে গা ঢাকা দিয়েছে ধীরেন্দ্র, তবে জমি প্রকার শম্ভু মন্ডল ও প্রসেনজিৎ মন্ডল জানান, এই জমি বিক্রি করে আমরা আড়াই লক্ষ টাকা কমিশন পেয়েছিলাম, সেটা আমরা রাজার হাতে তুলে দিয়েছি, অবশেষে বাকি টাকা পাওয়ার আশায় রাজা চুঁচুড়া থানার দারস্ত হয়ে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন, যদিও চুঁচুড়া থানা এটি জেনারেল ডায়েরি অথবা এফআইআর হিসেবে নিয়েছেন কিনা এখনো জানা যায়নি, তবে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে একটাই যে মানুষটার জমি নেই সেই মানুষটা অন্য একজনকে কিভাবে রেজিস্ট্রি করে দিল। সমস্ত ঘটনায় দ্বন্দ্বে রাজা হরি থেকে এলাকাবাসী।

গঙ্গাসাগর মেলার জন্য আড়াই হাজার বাস প্রস্তুত: পরিবহণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: গঙ্গাসাগর মেলায় আগত পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে একগুচ্ছ ব্যবস্থা নিল রাজ্যের পরিবহন দপ্তর। দূর দূরান্ত থেকে যে সমস্ত পুন্যার্থীরা গঙ্গাসাগর মেলায় আসতে চান তারা হাওড়া শিয়ালদহ বা কলকাতার পয়েন্টে পৌঁছানোর পর সেখান থেকে যাতে সুষ্ঠুভাবে গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গনে পৌঁছাতে পারে তার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বাস দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর জন্য হাওড়া স্টেশন, বাবুঘাট ,ধর্মতলায় বিশেষ কাউন্টারের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। এই সমস্ত কাউন্টার থেকে সরাসরি কলকাতা থেকে গঙ্গাসাগরে পৌছানোর টিকিট মিলবে । পাশাপাশি সমস্ত রকমের অবস্থাতে সহযোগিতা করার ব্যবস্থা রাখা হবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে, জানান রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী। কি কি ব্যবস্থাদি থাকছে , তা দেখে নেওয়া যাক: ১১ জানুয়ারি থেকে রাজ্য পরিবহন দপ্তরের পক্ষ থেকে সার্ভিস চালু করে দেওয়া হবে। ১৭ তারিখ পর্যন্ত এই সুবিধা বজায় রাখা হবে আগত পুণ্যার্থীদের জন্য।নামখানা পয়েন্ট থেকে ৩২ খানা সরকারি ভেসেল দেওয়া হচ্ছে।অনুরূপভাবে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে ৭০ খানা প্রাইভেট ভেসেল থাকছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ছ'টি পরিষেবা রাখা হচ্ছে। আউফ্রাম ঘাট ও কালীঘাট থেকে দশটি টুরিস্ট বাসের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। রাজ্য সরকার ও উবের সংস্থার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আউট ট্রাম ঘাটে একটি প্রিপেইড ট্যাক্সি বুথ করা হচ্ছে। এখান থেকে ট্যাক্সি পরিষেবা পাওয়া যাবে। হঠাৎ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার সাথে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্ট চাওয়া নিয়ে অত মাথাব্যথার কারণ নেই: ফিরহাদ

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: বনগাঁ সন্দেশখালি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট তলব করা প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিম বলেন,
কেন্দ্রীয় সরকার প্রায়শই এই ধরনের একাধিক রিপোর্ট চেয়ে পাঠায়। রাজ্য সরকার সেই মতো রিপোর্ট দিয়ে দেয়। রাজ্য সরকার কোন অন্যায় করে না অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্ট চাওয়া নিয়ে অত মাথাব্যথার কারণ নেই,সাফ জানালেন ফিরহাদ। বুধবার কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে নানা প্রশ্নর উত্তর দেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।সেখ শাহজাহানের গ্রেপ্তার ও ইডি আধিকারিকদের ওপর আক্রমণ ।এরপর খোদ ডিজি পুলিশ বলা সত্ত্বেও কেন এখনো পর্যন্ত শেখ শাজাহান কে গ্রেপ্তার করা গেল না সে প্রশ্নের উত্তর এড়ালেন ফিরহাদ। এই ঘটনা সম্পর্কে এবং গ্রেপ্তারের বিষয় সম্পর্কে তার কোন আইডিয়া নেই বলেও এদিন জানান ফিরহাদ।

রাজ্যপালকে এরাজ্যের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে মুখ খুলতেই হবে। এই প্রসঙ্গে ফিরহাদ বলেন,তার কারণ উনি উত্তরপ্রদেশ গুজরাট বা অন্য কোন রাজ্য নিয়ে কথা বলার সাহস দেখাতে পারবেন না। যদিও আমাদের সরকার কোন তদন্ত সংস্থার আধিকারিকদের ওপর কোন ধরনের আক্রমণ কে সমর্থন করেনা। কিন্তু এর থেকেও জঘন্য অপরাধ সংগঠিত হয়েছিল বিলকিস বানুকে ধর্ষণকরার মধ্য দিয়ে। এই জঘন্য অপরাধের সঙ্গে যারা জড়িত ছিল তাদেরকে শাস্তি না দিয়ে যেভাবে নক্কার জনক ভাবে গুজরাট সরকার ছেড়ে দিয়েছিল তাকে আটকাতে অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। এই ধরনের জঘন্য অপরাধ নিয়ে রাজ্যপাল বা কাউকে সেভাবে প্রতিবাদে সরব হতে দেখা যায়নি। একমাত্র এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে সরব হয়েছিলেন। বিজেপিকে কটাক্ষ ফিরহাদের। মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফর প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে ফিরহাদ হাকিম বলেন,মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রধান হিসাবে রাজ্যের যে কোন জেলায় যে কোন প্রান্তে উনি যেতে পারেন। প্রশাসনিক বৈঠক করতে পারেন। দলীয় সাংগঠনিক বৈঠক করতে পারেন। যদিও যে কোনো বিষয় নিয়ে পার্লামেন্টে সরব হওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমাদের দলের সাংসদরা পার্লামেন্টে প্রতিবাদে সরব হওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে। আমরা একত্রিতভাবে পার্লামেন্টে যে বিজেপিকে রুখবো-এই সামর্থ্য আমাদের আছে,,মত ফিরহাদের। উত্তরপ্রদেশে জঙ্গি গ্রেফতার প্রসঙ্গে মেয়রের মন্তব্য,উত্তরপ্রদেশে কি জঙ্গি ধরা পড়েছে সে সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই। যদিও বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হলো একটি সম্প্রদায়কে আক্রমণ করা ও তাদেরকে দোষী হিসেবে চিহ্নিত করা। সাম্প্রদায়িকতার তকমা টেনে ফের বিজেপিকে দাগেন ফিরহাদ হাকিম।

শিউলিবনায় আদিবাসী দেওয়াল চিত্রে শিল্পকলার বিশ্বায়নের ছোঁয়া

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়ার শিউলিবোনা গ্রামের মাটির দেওয়ালে চেন্নাই এক্সপ্রেস। আবার কোন দেওয়ালে আঁকা রয়েছে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম ইউটিউব এর লোগো। আদিবাসী গ্রামে সচরাচর এমন ছবি দেখা যায় না। পাহাড়ের নীচে ছবির মত গ্রাম শিউলীবোনা। পর্যটকরা কম বেশী এই গ্রাম "উইশ লিস্ট" এ রাখেন। আদিবাসী অধ্যুষিত এই গ্রাম থেকেই খুব সুন্দরভাবে দেখা যায় শুশুনিয়া পাহাড়।
বাঁকুড়া জেলার ছাতনা ব্লকের শিউলিবোনা গ্রামে প্রাকৃতিক এবং আঞ্চলিক সৌন্দর্য ছাড়াও একটি বিশেষত্ব রয়েছে। গ্রামের সব-কটি না হলেও অধিকাংশ বাড়ি মাটির তৈরি। মাটির বাড়ি গুলির দেওয়ালে আঁকা রয়েছে রঙিন ছবি। কোথাও ফুল, বাগান, পশু-পাখি আবার কোথাও শিকারের গল্প। কিন্তু সবচেয়ে অবাক করা হল আস্ত একটি ট্রেন। একটি মাটির বাড়ির পুরো দেওয়াল জুড়ে আঁকা রয়েছে একটি ট্রেন। বড় বড় করে ইংরেজী হরফে লেখা "চেন্নাই এক্সপ্রেস"। শীতের শিউলীবোনায় চেন্নাই এক্সপ্রেস এবং এই ছবি গুলি মূল আকর্ষণ।
আদিবাসী অধ্যুষিত এই গ্রামে ছিল একসময় জলকষ্ট থেকে শুরু করে রাস্তার যাতায়াতের সমস্যা। আদিবাসী শিশুরা পেতোনা পর্যাপ্ত শিক্ষার সুযোগ। কিন্তু এক সাধক পর্ন কুটির বানিয়ে শিউলিবোনা গ্রামে বসবাস শুরু করেন। গ্রাম বাসীরা তাঁকে "জহার ধারতী বাবা" বলে ডাকতেন। তাঁর আসার পর থেকেই গ্রামের রূপ পরিবর্তন হয়েছে। তৈরি হয়েছে রাস্তা, দূর হয়েছে জলকষ্ট। বর্তমানে শিউলীবোনা গ্রাম ধীরে ধীরে একটি পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে দেওয়াল অঙ্কন যেন "চেরি অন টপ"। শিউলিবনা গ্রামে আদিবাসী দেওয়াল চিত্রে চিরাচরিত শিল্পকলার পাশাপাশি লেগেছে বিশ্বায়নের ছোঁয়া। তবে একেবারে নিখুঁত গ্রামবাংলার স্বাদ পেতে হলে এই পাহাড় পাদদেশের গ্রামে যেতেই হবে আপনাকে।
গ্রামবাসী এবং অঙ্কনকারি এক মহিলা অঞ্জলী মুর্মু জানান, অঙ্কন করতে ব্যাবহার করা হয়েছে খড়ি মাটি এবং রান্নার হাঁড়ির গায়ে থাকা ভুঁসো কালি।
তাছাড়াও বাজার থেকেও কিনে আনা হয়েছে কিছু রং। বছরের শুরুতেই এই গ্রামে খেরওয়াল তুকৌ উৎসব হয় অর্থাৎ আদিবাসীদের মিলন উৎসব।
তখনও গ্রামের মাটির বাড়ির দেওয়ালে আঁকা হয়েছিল বেশ কিছু ছবি। গ্রামটি যাতে সুন্দর দেখায় এবং আসন্ন বাদনা পরবকে মাথায় রেখে এই দেওয়াল অঙ্কন করা চলছে বলে জানান তিনি।

পর্যটন সেরা কিরীটেশ্বরী গ্রামে মন্ত্রী বেচারাম মান্না

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: কিরীটেশ্বরী মন্দির পরিদর্শনে এলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। পরিদর্শন শেষে নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে এসে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা বসেন।
জানা যায়, সম্প্রতি দেশের সেরা পর্যটন গ্রামের শিরোপা পেয়েছে নবগ্রামের কিরীটেশ্বরী গ্রাম। বুধবার সকালে কিরীটেশ্বরী মন্দির পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। তাকে শুভেচ্ছা জানান নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল সভাপতি মোঃ এনায়েতুল্লা। এদিন মন্ত্রী প্রথমেই মন্দিরে এসে পুজো দেন। পুজো দিয়ে ঘুরে দেখেন মন্দির প্রাঙ্গণ। মন্দিরের বিষয়ে বিস্তারিত জানেন পুরোহিতের কাছ থেকে। মন্দিরের উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে কথা বলেন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। এদিন তিনি সাংবাদিকদের জানান, বিগত দিনের চেয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে এই গ্রামের। মন্দিরের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে রাজ্য সরকার। মন্দির পরিদর্শন শেষে আসেন নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে। দলীয় বিষয়ে আলোচনা করেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি মোঃ এনায়েতুল্লা সহ দলীয় কর্মীদের সঙ্গে ।
ঘুরে দেখেন দলীয় কার্যালয়। আগামী দিনে আরো অনেক কিছু করার আশ্বাস দেন মন্ত্রী।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

কেউ বাঁচার জন্য আমার নাম লিখেছে, মন্তব্য শঙ্করের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: এবার আর সকালে নয়, বুধবার বিকেলে শংঙ্কর আঢ্যকে মেডিকেল চেকআপ করাতে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। ইডি দফতর থেকে বেরোনোর সময় শংকর আঢ্য বলেন, তদন্তের জন্য যাদের যাদের ডাকার প্রয়োজন তাদের ডাকবে ইডি।
নিজেকে ষড়যন্ত্রের শিকার দাবি করে তিনি বলেন,এমন কোন অন্যায় করেননি তিনি। তার কোন ফ্লাওয়ার মিল নেই। তার কোন ডিস্ট্রিবিউটার শিপ ও নেই।শংঙ্কর আঢ্যকে মেডিকেল করিয়ে রাতেই নিয়ে আসা হয় ইডি দফতরে। ইডি দফতরে ঢোকার সময় এক প্রশ্নের শউত্তরে কর আঢ্যর উত্তর, চিঠিতে লিখে কিছু হয় কি?
কেন আপনার নাম কেন লিখলেন চিঠিতে জানতে চাইলে বরেন, ভগবান জানে। কেউ বাঁচার জন্য হয়তো করতে পারে।

ব্যালট বক্সে ভোট করানোর দাবি ভারত মুক্তি মোর্চার

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: ইভিএম এর পরিবর্তে ব্যালট বক্সে নির্বাচন করানোর দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ ভারত মুক্তি মোর্চার। আগামী লোকসভা নির্বাচনে ইভিএম এর পরিবর্তে ব্যালট বক্স ব্যবহারের দাবি নিয়ে এদিন জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে এই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি চলে। শীঘ্রই এই দাবি সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে শহর জুড়ে মিছিল বের করা হবে সংগঠনের তরফে বলে জানানো হয়েছে।
এ বিষয়ে ভারত মুক্তি মোর্চার তরফে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল এক ব্যক্তি জানান, 'আমাদের দাবি নির্বাচনের সময় যেন ইভিএম এর পরিবর্তে ব্যালট বক্স ব্যবহার করা হয়। আমরা মনে করি ইভিএম এ কারচুপি করা সম্ভব। আগামী ১৬ জানুয়ারি বালুরঘাটে এবং ৩১ জানুয়ারী একই দাবিতে দিল্লিতে আমাদের প্রতিবাদ মিছিল চলবে।'

কুম্ভকারদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জোরদার লড়াই চলছে রাজ্যজুড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঝাড়গ্রাম

আপনজন: আধুনিক যুগে প্লাস্টিক আর কাগজের সামগ্রীর জেরে ওষ্ঠাগত প্রাণ কুম্ভকারদের। তাদের এখন মাটির সামগ্রী তৈরি করার লড়াই সমগ্র রাজ্য জুড়েই। তার উদাহরণ অরণ্য ঘেরা ঝাড়গ্রাম। এই ঝাড়গ্রামেই বহু গ্রামের মানুষ হাতের নানান জিনিস তৈরি আর বিক্রি করেই জীবনযাপন করেন। বর্তমানে কুম্ভকারদের মাথায় হাত। বিক্রি নেই, কষ্ট করে তৈরি করা মাটির জিনিসপত্রের। টান পড়েছে রুজি রোজগারে। ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের নয়াঁগা গ্রাম এখানেই বাস করেন ১০০ থেকে ১৫০টি কুম্ভকার পরিবার। মাটির তৈরী জিনিসপত্র বিক্রি করেই চলে জীবনযাপন। বর্তমানে রুজি রোজগারে টান পড়েছে ওই কুম্ভকার পরিবার গুলির। বাজারে এখন বেড়ে চলেছে প্লাস্টিক,

অ্যালুমোনিয়াম এর জিনিসপত্রের বিক্রি ও তার ব্যবহার। তাই মাটির তৈরী জিনিসপত্রের ব্যবহার কমেছে। কমেছে বিক্রির হার। এর ফলে মাথায় হাত পড়েছে তাদের। পড়েছে সংসারে টানাপোড়ান, মৃৎশিল্প উন্মুক্ত বাজার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পেরে হারিয়ে যেতে বসেছে। অত্যাধুনিক প্লাস্টিক, ফাইবার, অ্যালুমোনিয়াম এর দাপটে মাটির শিল্প প্রায় বিলুপ্ত। ফলে জেলার প্রতিভাবান মৃৎ শিল্পীরা অর্থাভাবে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে। কেউ কেউ ইতোমধ্যে ভিন্ন পেশায় চলে গেছে। আর যারা রয়েছেন তারা প্রতিনিয়ত অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিকেন্দ্রীকরণ নয়, রবীন্দ্র সদনই হল সাহিত্যের আঁতুরঘর: ব্রাত্য বসু

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: বুধবার রবীন্দ্র সদনে সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলার উদ্বোধন করেন ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও প্রসূন ভৌমিক। প্রথমেই বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী উস্তাদ রশিদ খানের স্মৃতিতে নীরবতা পালন করা হয়। এদিন বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর অনুদিত মহাভারত চিন্ময় বঙ্গ- ক্ষিতি মোহন সেন সহ বহু গ্রন্থ প্রকাশ পায়। মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বলেন, সাহিত্য উৎসব আগেও হয়েছে এখন হচ্ছে,মমতার উদ্যোগে এখন মেলার ব্যপতি হয়েছে। তিনি বলেন, ৩৬০ থেকে ৪৬০ টি স্টল হয়েছে এবারে।গত বছরে ৫৫০ কবির জায়গায় এবছরে ৮০০ কবির উপস্থিতি। এই সাহিত্য উৎসব উত্তরের হাওয়া নামে উত্তর বঙ্গ সহ বিভিন্ন জেলায় পালিত হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, আমরা সাহিত্যে বিকেন্দ্রীকরণ চাই না। লিটল ম্যাগাজিন মেলা ও সাহিত্য উৎসবের আঁতুরঘর এই রবীন্দ্র সদনেই সাহিত্য জগত সমৃদ্ধ হবে। লিটল ম্যাগাজিন জগতের যোদ্ধাদের প্রশংসা করেন তিনি। বিশেষ করে লিটল ম্যাগের

জগতের নিবেদিত প্রাণ সন্দীপ দত্তকেও প্রণাম জানিয়েছেন। কথা সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেছেন, এই উৎসব থেকে সাময়িক পত্র পত্রিকার জগত থেকে একটি ঝড় উঠুক। লিটলম্যাগ একটি বিপ্লব বা প্রতিবাদের নাম বলে তিনি অভিমত দিয়েছেন। নবীন লেখকদের তরফে নতুন একটি দিগন্ত উন্মোচিত হওয়ার কথা বলেছেন। কবি সুবোধ সরকার তাঁর ভাষণে বলেন, মনন চিন্তন ও কল্পনা এটি মানুষের মস্তিষ্কের অনেক পরিশ্রমের ফল। সাহিত্য জগতে একটি বোমা পড়েছে। তিনি বলেন , আগামী ১০০ বছর পরেও এই মেলা হবে সমগ্র বাংলাজুড়ে। এবার বরেণ্য সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবর্ষ উপলক্ষ্যে গগনেন্দ্র প্রদর্শশালায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। চলবে প্রতিদিন দুপুর ২-৯ টা পর্যন্ত। সাহিত্য উৎসব ও লিটলম্যাগাজিন মেলা চলবে ১০-১৪ জানুয়ারি ।গল্প ও কবিতা পাঠ সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসবে আলোচনা, প্রদর্শনী , গ্রন্থপ্রকাশ ও পুরস্কার প্রদান ছিল। আয়োজনে ছিল পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বহু কবি লেখক ও সাহিত্যিকদের বিশেষ সম্মান প্রদান করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন আবুল বাসার, গিল্ডের ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু শেখর দে, প্রচেত গুপ্ত, কবি শ্রীজাত ও প্রসূন ভৌমিক প্রমুখ।

অন্যায়ভাবে গ্রেফতারের অভিযোগ কেপিপির

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: অন্যায় ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের এক কর্মীকে। প্রতিবাদে মালদা জেলা জুড়ে আন্দোলন অব্যাহত কামতাপুর পিপলস পার্টির।
রাস্তা অবরোধ এবং বিক্ষোভ দেখানোর পর আজ সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলা জুড়ে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। তবে মালদা জেলার অন্যান্য ব্লকে এই ধর্মঘটের তেমন প্রভাব না পড়লেও বামনগোলা ব্লক জুড়ে ধর্মঘটের সর্বাত্মক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আজ সকাল থেকেই সংশ্লিষ্ট ব্লকের পাকুয়াহাট এলাকায় সমস্ত দোকানপাট বন্ধ ছিল। ছোট বড় প্রায় সমস্ত ধরনের যান চলাচল প্রায় বন্ধ ছিল। তবে সরকারি দপ্তর খোলা ছিল। এই বিষয়ে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুভাষ বর্মন বলেন, গত রবিবার তাদের সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠিত হয় মালদার গাজোলে। সেই প্রতিষ্ঠা দিবসে যোগ দেওয়ায় সোমবার রাত্রে বামনগোলা থানার পুলিশ পাকুয়াহাট দলীয় কার্যালয় থেকে তাদের এক কর্মী বচ্চন মণ্ডলকে গ্রেফতার করে। পরে জাল নোটের মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয় বচ্চন মণ্ডল কে বলে অভিযোগ। এরই প্রতিবাদে গতকালের পর আজ তাদের এই ধর্মঘট। আগামীতে তারা বড়সড়ো আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন সুভাষ বাবু।

প্রথম নজর

জাপানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে ২০২

আপনজন ডেস্ক: নতুন বছরের শুরুর দিনে জাপানে ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে ২০২ জনে দাঁড়িয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো ৫৬৫ জন।
মঙ্গলবার জাপান সরকারের পরিসংখ্যান থেকে এ তথ্য জানা যায়।
ইশিকাওয়া আঞ্চলিক সরকারের প্রকাশ করা উপাত্ত থেকে জানা যায়, আগের দিন ১২০ জন নিখোঁজ থাকার কথা বলা হলেও তা এখন ১০২ জনে নেমে এসেছে।
গত ১ জানুয়ারি স্থানীয় সময় বিকাল ৪টা ১০ মিনিটের দিকে জাপানে ৭ দশমিক ৬ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। এর কেন্দ্রস্থল ছিল প্রত্যন্ত নোতো উপদ্বীপ। কিন্তু পরবর্তীতে ভারী বৃষ্টি ও তুষারপাতের কারণে উদ্ধারকাজে ব্যাপক বাধার মুখোমুখি হয়েছেন উদ্ধারকারীরা।

টেলিভিশন স্টুডিওতে লাইভ অনুষ্ঠানে বন্দুকধারীদের হামলা

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আমেরিকার দেশে ইকুয়েডরের একটি টেলিভিশন স্টুডিওতে লাইভ অনুষ্ঠানে ঢুকে পড়েছে একদল বন্দুকধারী। তারা সেখানে গুলি চালিয়েছে এবং অনুষ্ঠানের কর্মীদের হুমকিও দিয়েছে। এ ঘটনায় একজন আহত হয়েছে।
জানা গেছে, সোমবার দেশটির গুয়াইকিল শহরে টিসি নামের ওই টেলিভিশন স্টেশনে রুদ্ধশ্বাস এ ঘটনা ঘটে। এক দুর্ধর্ষ অপরাধী কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর ৬০ দিনের জরুরি অবস্থা জারির পরদিন এমন ঘটনা ঘটলো।
সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামলাকারীরা বন্দুক ও গ্রেনেড নিয়ে টেলিভিশন স্টেশনটির সরাসরি সম্প্রচার অনুষ্ঠানে ঢুকে পড়ে। অপরাধীদের সকলে হুড পরিহিত এবং হাতে ছিল বন্দুক। সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানে তাদের দেখাও গেছে।
হামলাকারীরা ওই অনুষ্ঠানের কর্মীদের মেঝেতে শুয়ে ও বসে পড়তে বাধ্য করে। সেখানে তারা গুলি চালায়। এ সময় এক নারীকে বলতে শোনা যায়, গুলি করবেন না, দয়া করে গুলি করবেন না।
একপর্যায়ে সরাসরি সম্প্রচার বন্ধ হয়ে পড়ে। এর আধা ঘণ্টা পর পুলিশ সেখানে যায়।
পুলিশ জানিয়েছে, টেলিভিশন স্টেশনটি থেকে কর্মীদের নিরাপদে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। সন্দেহভাজন কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
অপরদিকে একই দিন দেশটির বিভিন্ন শহরে বিস্ফোরণ ৭ জন পুলিশ সদস্যকে অপহরণ করে অপরাধী চক্রটি। একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, অপহৃত এক পুলিশ সদস্যকে দিয়ে প্রেসিডেন্টের উদ্দেশে একটি লিখিত বক্তব্য পড়ানো হয় যাতে তাকে দিয়ে বলানো হয়, আপনি (প্রেসিডেন্ট) যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, আপনি যুদ্ধই পাবেন।

মদিনায় রাষ্ট্রীয় সফরে ভারতের প্রথম অমুসলিম প্রতিনিধিদল

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র নগরী মদিনা সফর করেছে সৌদি আরব সফরে যাওয়া ভারতীয় অমুসলিম প্রতিনিধিদল। সংখ্যালঘুবিষয়ক মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির নেতৃত্বে দু'দিনের সফরে ভারতীয় দলটি সোমবার সৌদি আরব যায়। অমুসলিমদের সাধারণত মদিনায় প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। কিন্তু ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির প্রতিনিধিদলকে বিশেষ সুযোগ দিয়েছে সৌদি আরব।
অবশ্য অমুসলিমদেরকে মদিনায় প্রবেশ করতে দেয়া হলেও মহানবীর রওজা মোবারক তথা মসজিদে নববি এলাকায় যেতে দেয়া হয়নি তাদেরকে।
অমুসলিম দেশগুলোর বিদেশী কূটনীতিকদের খুব কমই ওই এলাকায় যেতে দেয়া হয়। অনেক মুসলিমই মনে করেন, এটি কোনো পর্যটন স্থান নয়।
ইরানি বলেন, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করা এবং আসন্ন হজ পালনের ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য তিনি এই সফর করেছেন।
এর আগে গত ৭ জানুয়ারি ইরানি সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রী তাওফিক বিন ফাওজান আল-রাবিয়ার সাথে ২০২৪ সালের দ্বিপক্ষীয় হজ চুক্তি সই করেন। এই চুক্তিতে চলতি বছর হজ করার জন্য ভারতকে এক লাখ ৭৫ হাজার ২৫ জনকে অনুমতি দেয়া হবে।
ইরানি পরে সামাজিক মাধ্যম এক্সে এক পোস্টে একে 'ঐতিহাসিক সফর' হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, সৌদি কর্মকর্তাদের সৌজন্যে ইসলামের আদি ইতিহাসের সাথে সম্পর্কি এসব স্থানের তাৎপর্য আমাদের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পৃক্ততার গুরুত্ব তুলে ধরে।
এক সরকারি মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেন, এটি ছিল একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রথমবারের মতো কোনো অমুসলিম প্রতিনিধিদলকে মদিনায় স্বাগত জানানোর নজিরবিহীন ঘটনাটি ভারত-সৌদি আরব দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ব্যতিক্রমধর্মী প্রকৃতিকে ফুটিয়ে তুলেছে।
ভারতীয় প্রতিনিধিদলে পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ বেশ কয়েকজন সিনিয়র কর্মকর্তা ছিলেন। সফরকালে ইরানি দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করার জন্য সৌদি ব্যবসায়ীদের সাথেও সাক্ষাত করেন।

নিউইয়র্কে সেতু-টানেল অবরোধ ফিলিস্তিনপন্থিদের, অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবি

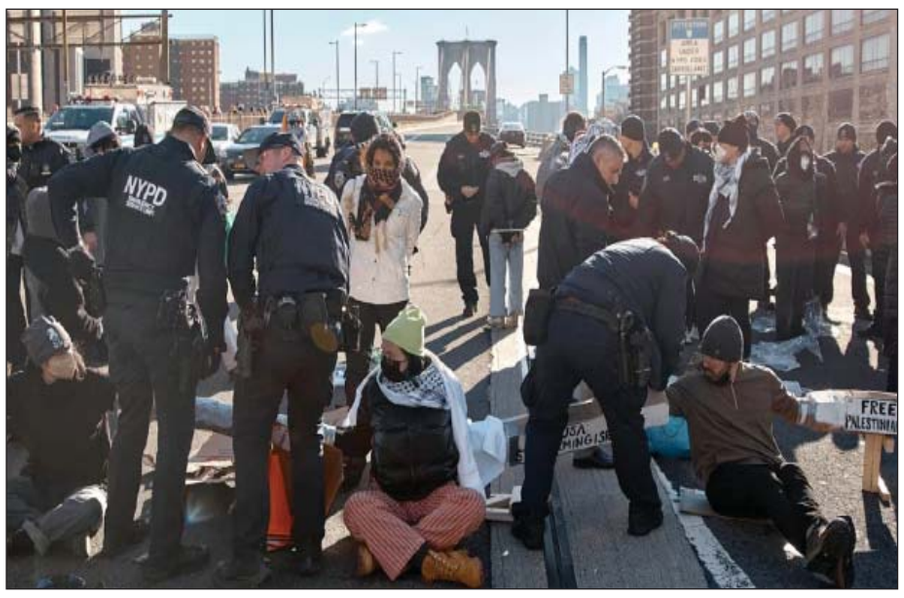

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের মধ্যে ৩ মাসের বেশি সময় ধরে চলা লড়াইয়ে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির দাবিতে নিউ ইয়র্ক শহরের সেতু ও টানেলগুলো অবরোধ করেছিল ফিলিস্তিনপন্থি প্রতিবাদকারীরা।
সোমবার বহু প্রতিবাদকারী নিউইয়র্কের ইস্ট নদীর ওপরের ব্রুকলিন, ম্যানহ্যাটন ও উইলিয়ামসবার্গ সেতুমুখী সড়কের ওপর বসে পড়ে যুদ্ধবিরতির দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন। ফলে এসব সেতুতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, তারা হাডসন নদীর তলদেশ দিয়ে যাওয়া হল্যান্ড টানেলমুখী সড়কগুলোতে বসে পড়ে স্লোগান দেন। এতে নিউইয়র্ক শহরের সঙ্গে নিউ জার্সির সংযোগ টানেলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
হল্যান্ড টানেল পরিচালনার দায়িত্বে থাকা নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সি বন্দর কর্তৃপক্ষ তাদের ওয়েবসাইটে জানিয়েছে, 'পুলিশের তৎপরতার কারণে' টানেলের নিউ জার্সিমুখী লেনগুলো বন্ধ রাখা হয়।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করা ভিডিওগুলোতে দেখা যায়, প্রতিবাদকারীরা 'এনওয়াইপিডি, কেকেকে, আইডিএফ- তারা সবাই একই'। তারা নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগ (এনওয়াইপিডি), কু ক্লাক্স ক্ল্যান (কেকেকে) ও ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীকে (আইডিএফ) ইঙ্গিত করে এই স্লোগান দিয়েছে।
হল্যান্ড টানেলের মুখে বসে থাকা প্রতিবাদকারীরা ব্যানারও বহন করে। সেগুলোতে লেখা ছিল, 'গাজার অবরোধ তুলে নাও', 'এখনই যুদ্ধবিরতি চাই' ও 'দখলদারিত্ব শেষ হোক'। জুইশ (ইহুদি) ভয়েস ফর পিস, ফিলিস্তিন ইয়থ মুভমেন্ট ও ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট অব আমেরিকার নিউইয়র্ক চ্যাপ্টার আরও কয়েকটি গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলে এসব প্রতিবাদের আয়োজন করে।
হামাস শাসিত ফিলিস্তিনি ছিটমহল গাজায় ৩ মাসের বেশি সময় ধরে চলা ইসরায়েলি হামলায় ২৩ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

ইসরায়েলের সঙ্গে সংঘাতে লেবাননে বাস্তুচ্যুত ৭৬ হাজার মানুষ

আপনজন ডেস্ক: গত ৭ অক্টোবর থেকে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলের লড়াই চলছে। পাশাপাশি লেবানন সীমান্তে হিজবুল্লাহর অবস্থান লক্ষ্য করেও হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী।
সংঘাতময় এমন পরিস্থিতিতে লেবাননে অন্তত ৭৬ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। জাতিসংঘের মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক এ কথা জানিয়েছেন।
স্টিফেন ডুজারিক সাংবাদিকদের বলেন, লেবাননে বাস্তুচ্যুতির কারণ দক্ষিণ থেকে চালানো লড়াই।
সতর্ক করে জাতিসংঘের মহাসচিবের মুখপাত্র বলেন, লড়াই আরো বেড়ে গেলে সীমান্তরেখার (ব্লু লাইন) দুই পাশে বেসামরিক মানুষেরা আরো ধ্বংসাত্মক পরিণতির মুখোমুখি হবে।
ইসরায়েল, লেবানন ও অধিকৃত গোলান মালভূমির মধ্যে জাতিসংঘ কার্যত যে সীমানা রেখা টেনে দিয়েছে, সেটাই ব্লু লাইন।
এ বিষয়ে স্টিফেন ডুজারিক আরো বলেন, মানবিক সহায়তা ঢুকতে দেওয়ার বিষয়টি (বিশেষত ব্লু লাইন বরাবর) এখনো সীমিত রাখা হয়েছে।
এই পরিস্থিতি আমাদের সেসব এলাকায় প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবারহের উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করছে।

যুক্তরাষ্ট্রে শক্তিশালী ঝড়ে নিহত ৩

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার পূর্বাঞ্চলে একের পর এক শক্তিশালী শীতকালীন ঝড়ের কারণে অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া ঝড়ের কারণে বিদ্যুৎবিহীন রয়েছে ৬ লাখেরও বেশি ঘরবাড়ি।
স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ফ্লোরিডা থেকে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলে ৬ লাখ ৩০ হাজারেরও বেশি বাড়িঘর বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় ছিল। এছাড়া ফ্লোরিডার কয়েক ডজন কাউন্টিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।
এসব এলাকায় ঝড়ের কারণে বাড়ির ছাদ উড়ে গেছে এবং বিদ্যুতের লাইন ভেঙে পড়েছে।
সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, ফ্লোরিডায় শক্তিশালী বাতাসের কারণে বহু গাড়ি উল্টে গেছে এবং বাড়িঘর ভেঙে পড়েছে। এই অঞ্চলেও বেশ কয়েকটি টর্নেডোর খবর পাওয়া গেছে।
মার্কিন ফ্লাইট ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ফ্ল্যাইট অ্যাওয়ার-এর তথ্য অনুসারে, মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশকারী বা বাইরে গমনকারী ১৩০০টিরও বেশি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া খারাপ আবহাওয়ার কারণে মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের বিমানও ডাইভার্ট করতে হয়েছে।
কমলা হ্যারিসের একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার' জন্য আটলান্টা থেকে ওয়াশিংটন ডিসিতে ফেরার পথে মেরিল্যান্ডের পরিবর্তে ভার্জিনিয়ায় মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্টের বিমান অবতরণ করতে হয়েছে।
এদিকে মঙ্গলবার ফ্লোরিডা, আলাবামা এবং জর্জিয়াজুড়ে ১২টি টর্নেডোর খবর পাওয়া গেছে।
এসব টর্নেডো ওই এলাকাগুলোতে উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি করেছে এবং কিছু এলাকায় অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানও শুরু করতে হয়েছে।
বিবিসি বলছে, ঝড়ের কারণে পানামা সিটিতে বহু রাস্তা চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। সেখানকার বহু ভবনের ছাদ উড়ে গেছে এবং বেসবলের আকারের শিলাবৃষ্টি হয়েছে। বুধবার সকাল ৬টা পর্যন্ত শহরের কেন্দ্রস্থল এলাকায় কারফিউ ঘোষণা করা হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

শুধু তেল নয়, সব ধরনের জ্বালানির দিকেই নজর সৌদির

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরব জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যাগুলোকে গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছে এবং কেবল তেল নয়, সব ধরনের জ্বালানির দিকে মনোযোগ দিয়েছে। দেশটির জ্বালানিমন্ত্রী যুবরাজ আবদুল আজিজ বিন সালমান বুধবার এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেছেন। রয়টার্স প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
রয়টার্স অনুসারে, বিশ্বের বৃহত্তম তেল রপ্তানিকারক সৌদি আরব ডিসেম্বরে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনে বৈশ্বিক অর্থনীতিকে পরিচ্ছন্ন জ্বালানিতে রূপান্তর করতে একটি চুক্তিকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু সৌদি নেতৃত্বাধীন তেল উৎপাদক গোষ্ঠী অর্গানাইজেশন অব দ্য পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ (ওপেক) প্রায় ১০০টি দেশের একটি গ্রুপের বিরোধিতা করেছিল, যারা চূড়ান্ত চুক্তিতে তেল, গ্যাস ও কয়লার ব্যবহার 'পর্যায়ক্রমে' বন্ধে শক্তিশালী ভাষা ব্যবহারের জন্য প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিল। সৌদি আরব বলেছিল, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার তার নির্গমন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আব্দুল আজিজ রিয়াদে খনিসংক্রান্ত একটি সম্মেলনে বলেছেন, 'মানুষ এখনো জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদন চালিয়ে যেতে আগ্রহী। তবে এই জীবাশ্ম জ্বালানিগুলো হ্রাসের জন্য কাজ করতে আমাদের মতো এবং আমাদের প্রত্যেককে আহ্বান জানানো উচিত।
তিনি আরো বলেন, 'দেশ হিসেবে আমাদেরকে আর তেল উৎপাদনকারী দেশ বলা হয় না... আমরা সব ধরনের জ্বালানি উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে পরিচিত হতে চাই।'
নবায়নযোগ্য, সবুজ হাইড্রোজেন উৎপাদন এবং কার্বন নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত সৌদির রূপান্তর পরিকল্পনার উদ্ধৃতি দিয়ে আব্দুল আজিজ বলেছেন, তাঁর দেশ বিশ্বব্যাপী সব ধরনের জ্বালানির একটি শীর্ষস্থানীয় সরবরাহকারী হওয়ার লক্ষ্য রাখে।
সৌদি জ্বালানিমন্ত্রী বলেছেন, 'আপনি (সৌদির কাছে) সবুজ হাইড্রোজেন চান, আপনি এটি পাবেন, আপনি পরিষ্কার হাইড্রোজেন চান, আপনি সেটি পাবেন, আপনি সবুজ বিদ্যুৎ চান, আপনি সেটিও পাবেন।'
তিনি আরো বলেছেন, 'আপনি এগুলো কখন এবং কোথায় চান, তা আমাদের বলুন।
কারণ আমরা এখন দেশের প্রতিটি কোণ ব্যবহার ও জরিপ করছি, যাতে নিশ্চিত করা যায়, কেউ যেকোনো ধরনের বিদ্যুৎ বা হাইড্রোজেন চাইলে, তার বাড়ির ঠিকানায় সেটি যেন পৌঁছে দেওয়া যায়।'

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১৫ মি.

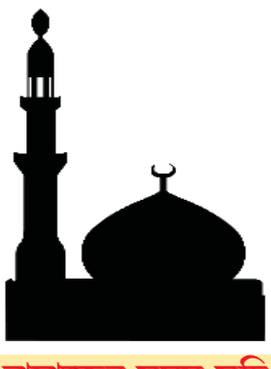

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৪	৬.১৯
যোহর	১১.৫০	
আসর	৩.৩৪	
মাগরিব	৫.১৫	
এশা	৬.২৯	
তাহাজ্জুদ	১১.০৪	

ইকুয়েডরে গ্যাং সহিংসতা, নিহত ১০

আপনজন ডেস্ক: ইকুয়েডরে অপরাধী চক্রের সঙ্গে সহিংসতায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দুই কর্মকর্তাসহ অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছে। মঙ্গলবার দেশটির পুলিশ এ তথ্য জানিয়েছে। দেশটির প্রেসিডেন্ট এই ঘটনাকে 'অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘাত' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। স্থানীয় পুলিশ প্রধান এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, বন্দর নগরী গুয়াকিলে ধারাবাহিক হামলায় আটজন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন।

ভুটানের নির্বাচনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী তোবগের দল বিজয়ী

আপনজন ডেস্ক: ভুটানের পার্লামেন্ট নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের দল পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)। মঙ্গলবার রাজতন্ত্র-শাসিত হিমালয়ের দেশটিতে ভোট গ্রহণ হয়।
স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়, নির্বাচনে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়েছে পিডিপি। ফলে দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথ সুগম হলো পরিবেশবাদী নেতা তোবগের।
ভুটানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চেয়ে 'দেশজ জাতীয় সুখ (জিএনএইচ)' দীর্ঘদিনের অগ্রাধিকার পাওয়া নীতি। তবে এমন সময় বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশটিতে নির্বাচন হয়েছে, যখন ভোটারদের অনেকেরই প্রধান চিন্তা ছিল তরুণ প্রজন্মের সংগ্রামী জীবনের কথা। বিশেষ করে তরুণদের বেকারত্ব ও মেধাবীদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রবণতার বিষয়টি।
জাতীয় পরিষদের ৪৭ আসনের মধ্যে পিডিপি পেয়েছে ৩০টি। বাকি ১৭টি আসন পেয়েছে ভুটান টেনড্রেল পার্টি (বিটিপি)। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আজ বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণা করা হতে পারে।
ভুটানের নির্বাচনে দুই পর্যায়ে ভোট নেয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি ভোট পাওয়া দুটি দল দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে অংশ নেয়। গত ২৯ নভেম্বর প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনে অংশ নেয় পাঁচটি রাজনৈতিক দল। এই ভোটে বাদ পড়ে যায় ক্ষমতাসীন দল ড্রুক নিয়ামরুপ থগপা (ডিএনটি)।

লোহিত সাগরে 'বৃহত্তম' হামলার দায় স্বীকার হুতিদের

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেনের ইরান সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীরা বুধবার লোহিত সাগরে একটি বড় আকারের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দায় স্বীকার করেছে। আন্তর্জাতিক শিপিং করিডরে এ হামলাকে এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে বড় হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এএফপি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।
প্রতিবেদন অনুসারে, হুতির সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি বলেছেন, গাজায় হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় ইসরায়েলকে 'সহায়তা প্রদানকারী' মার্কিন জাহাজকে 'বিপুলসংখ্যক' ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন দিয়ে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে এক বিবৃতিতে মুখপাত্র বলেছেন, 'নৌবাহিনী, ক্ষেপণাস্ত্রবাহিনী এবং ইয়েমেনি সশস্ত্র বাহিনীর মনুষ্যবিহীন বিমানবাহিনী বিপুলসংখ্যক ব্যালিস্টিক ও নৌ ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন দিয়ে একটি যৌথ সামরিক অভিযান চালিয়েছে।'
এর আগে একই দিনে মার্কিন সামরিক বাহিনী বলেছিল, মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনী লোহিত সাগরে শিপিং লেনের দিকে হুতিদের পাঠানো ১৮টি ড্রোন এবং তিনটি ক্ষেপণাস্ত্র গুলি করে ভূপাতিত করেছে।
ইয়াহিয়া সারি হামলার সময় বা অবস্থান জানায়নি। তবে একজন হুতি নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে এএফপিকে বলেছেন, এগুলো একই ঘটনা।

গাজা যুদ্ধ: ৯ হাজার ইসরায়েলি সৈনিকের মানসিক চিকিৎসা

আপনজন ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীদের অবৈধ রাষ্ট্র ইসরায়েলের গণহত্যামূলক যুদ্ধ শুরুর পর থেকে দেশটির নিয়মিত ও অনিয়মিত প্রায় ১৩ হাজার সৈনিক হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন বলে জানা গেছে।
সোমবার (৮ জানুয়ারি) ইসরাইলি সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এ বিষয়টি জানানো হয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে প্রায় ৯ হাজার সৈন্য মানসিক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছেন। সেই সঙ্গে ১৫৫ জন সৈন্য চোখের চিকিৎসা ও ২৯৮ জন কানের সমস্যা জনিত কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন।
বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, ২৭৫ জন সৈন্য বর্তমানে মানসিক পুনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে যাদের অবস্থা গুরুতর।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ২৫ পৌষ ১৪৩০, ২৮ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

ঐক্যবদ্ধ

সারা বিশ্ব আজ বড় অস্থির। করোনা মহামারি হইতে বিশ্ববাসী পরিত্রাণ পাইয়াছেন। এই জন্য তাহাদের অনেক মূল্য দিতে হইয়াছে। কিন্তু মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসাবে বিশ্বে নূতন করিয়া যে যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দিয়াছে, তাহা থামিবার কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ইউক্রেন যুদ্ধের কোনো মীমাংসা না হইতেই ফিলিস্তিনকে কেন্দ্র করিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছে মধ্যপ্রাচ্য। পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ ইউক্রেনে বিশ্বের এক নম্বর গম রপ্তানিকারক দেশ রাশিয়ার হামলা আজও চলমান। অন্যদিকে বিশ্বের মোট তেলের ৫২ শতাংশ ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ৪৩ শতাংশের মজুতের অধিকারী মধ্যপ্রাচ্য আবার অশান্ত। ফলে বিশ্বে খাদ্য ও জ্বালানির সরবরাহ ও নিরাপত্তা আজ মারাত্মকভাবে হুমকির সম্মুখীন। ইহাতে দেশে দেশে দেখা দিয়াছে অসহনীয় মূল্যস্ফীতি। ২০২০ সালে বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি যেইখানে ছিল ১.৯৩ শতাংশ, সেইখানে ইহা গত বত্সর ছিল ৮.২৭ শতাংশ। এই বত্সর শেষ নাগাদ তাহা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা আমরা কেহ জানি না। যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া একের পর এক নিষেধাজ্ঞা ও পালটা নিষেধাজ্ঞায় অর্থনৈতিক বিপর্যয় বিশ্ববাসীকে আজ দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছে।

উপর্যুক্ত পরিস্থিতি বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলির অবস্থা কী হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। করোনার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের অর্থনৈতিক পারফরম্যান্স ছিল বেশ সন্তোষজনক। এশিয়ার টাইগার হিসাবে বাংলাদেশ আগাইয়া যাইতেছিল। কিন্তু করোনা ও যুদ্ধের অভিঘাত আমাদের দুশ্চিন্তায় ফেলিয়া দিয়াছে। ইহার উপর নির্বাচনি বত্সরে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো এইখানেও অর্থনৈতিক চাপ থাকাটা অস্বাভাবিক নহে। কেননা নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া রাজনীতি অস্থির হইয়া উঠিলে অর্থনীতিতে তাহার বিরূপ প্রভাব পড়িতে বাধ্য। ইহাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাধাগ্রস্তসহ বিপাকে পড়ে সামষ্টিক অর্থনীতি। সরকারের আয়-ব্যয়ের ঘাটতি, বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যহীনতা ইত্যাদি সমস্যা প্রকট হইয়া উঠে। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট-২০২৩ প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যহীনতা ও টাকার অবমূল্যায়ন এই দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে বড় অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলিয়া দিতে পারে। যদিও চলতি অর্থবত্সরের বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করা হইয়াছিল ৭.৩ শতাংশ, তবে বিশ্বব্যাংকের প্রাক্কলন অনুযায়ী তাহা হইতে পারে ৫.৬ শতাংশ। আইএমএফ ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ীও আমরা রহিয়াছি নানামুখী চ্যালেঞ্জের মধ্যে। আমদানি-রপ্তানি ও রেমিট্যান্স হ্রাস, শিল্প খাতে বিপর্যয়, শিল্পের কাঁচামাল ও নিত্যপণ্য চাহিদামতো স্থানান্তর সংকট, রাজস্ব আদায়ে ধস, রিজার্ভ হ্রাস, ডলার-সংকট, ব্যাংক খাতে অস্থিরতা ইত্যাদি কারণে আমাদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এখন হুমকির মুখে। প্রতিকূল আবহাওয়া, জ্বালানিসংকট, অর্থপাচার, করপোরেট সুশাসনের অভাব প্রভৃতি কারণও দায়ী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের জন্য। মর্গান স্ট্যানসির গবেষণায় অর্থনীতিবিদরা দেখাইয়াছেন যে, ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ বিশ্বের মোট দেশজ উত্পাদন হইবে ২.৯ শতাংশ, যাহা গত বত্সর ছিল ৩.৪ শতাংশ। তবে বিশ্ব অর্থনীতিকে দুর্দশা হইতে উদ্ধার করিতে এবং সম্ভাব্য আরেকটি ভয়াবহ বিশ্বমন্দা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করা। কিন্তু দুশ্চিন্তায় থাকা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির নেতাদের এই আবেদন কি বিশ্বনেতাদের কর্ণকুহরে আদৌ পৌঁছাইবে বা পৌঁছাইলেও কি তাহাদের শুভবুদ্ধির উদয় হইবে? এই পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত দেশগুলি বিরূপ পরিস্থিতি সামাল দিয়া উঠিতে পারিলেও অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য তাহা হইতে পারে বিপজ্জনক। তাই এই মুহূর্তে উন্নয়নশীল দেশগুলির নেতাদের উচিত নিজেদের বিরোধ-বিসংবাদ যতখানি সম্ভব দূরে ঠেলিয়া দেওয়া ও জাতীয় অর্থনীতিকে বাঁচাইতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া।

....

বিবিসি-এর প্রতিবেদন

বিলকিস বানু মামলায় সুপ্রিম রায়ে বিজেপি কতটা অস্বস্তিতে?

“আজ আমার কাছে সত্যিই নতুন বছর। স্বস্তি পেয়ে কেঁদেছি। দেড় বছর পরে আমি হেসেছি। আমার সন্তানদের জড়িয়ে ধরেছি। একটা বড় পাথর যেন আমার বুক থেকে সরে গিয়েছে। আমি শ্বাস নিতে পারছি,” ভারতের শীর্ষ আদালতের রায়ের পর এমনটাই বলছিলেন আবেদনকারী বিলকিস বানু। সোমবার তার আইনজীবী শোভা গুপ্তার মাধ্যমে তার বক্তব্য সংবাদ মাধ্যমের সামনে রেখেছিলেন তিনি।

২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গার সময় বিলকিস বানুকে গণধর্ষণ এবং তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা মামলায় ১১ জন যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের সাজা কমানোর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল গুজরাটের বিজেপি সরকার, সেই সিদ্ধান্তকে সোমবার খারিজ করে দিয়েছে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বি ভি নাগরত্ন এবং উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ।

১১জনকে জেলে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি গুজরাট সরকারের ওই সাজা কমানোর কোনও এক্তিয়ারই ছিল না, এ কথাও জানিয়েছে ভারতের শীর্ষ আদালত। ‘লড়াইটা দীর্ঘ দিনের’ এই রায়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের রায় দানের পর বিলকিস বানুর আইনজীবী শোভা গুপ্তা, বৃন্দা গ্রোভার এবং ইন্দিরা জয়সিং এই রায়কে ‘ইতিহাসিক’ বলে স্বাগত জানান। “বিলকিস বানুর লড়াইটা দীর্ঘ দিনের। তার মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়কে আমি স্বাগত জানাই। এই ঘটনাটা কিন্তু হঠাৎ সংগঠিত কোনও অপরাধমূলক কাজ নয়। এটা হঠাৎ হয়নি। এটা পরিকল্পিত একটা অপরাধ। ওই অপরাধীরা জেল থেকে বেরোনোর পর তাদের ঘিরে তীব্র উল্লাস হয়েছে। তাদের কোনও অনুতাপ ছিল না কিন্তু,” বলেছেন আইন বিশেষজ্ঞ স্মিতা চক্রবর্তী। তিনি কারা আইন সংশোধন নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছেন।

তবে, সমাজকর্মী শবনম হাসমি কিন্তু খুব একটা আশার আলো এখনই দেখতে পাচ্ছে না। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, “এই রায়কে স্বাগত জানাচ্ছি। কিন্তু আদালত থেকে তো উল্টো রায়ও আমরা পেয়েছি। সুতরাং এর পরেও এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না তা হলফ করে বলতে পারিনা। তবে এই রায় সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ, এটুকু বলতে পারি।” আইন বিশেষজ্ঞদের অনেকেই স্বাগত জানিয়েছন এই রায়কে, কেউ বা বলেছেন, ‘বিজেপির কাছে শীর্ষ আদালতের কড়া বার্তা গিয়েছে’।

এই বার্তাই কি যথেষ্ট ভবিষ্যতে এ জাতীয় ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়? সে বিষয়ে বলতে গিয়ে মানবাধিকার নেত্রী কবিতা শ্রীবাস্তব বলেন, “কোনও গাফিলতির ক্ষেত্রে আদালত যে পদক্ষেপ নিতে পারে, সেই বার্তা যে গিয়েছে এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। যারা এতদিন জেলের বাইরে ছিলেন, তাদের ফিরে যেতে হবে, তারপর দেখতে হবে কী হয়।” অন্যদিকে, লোকসভা নির্বাচনের আগে এই রায় নিয়ে বিজেপিকে তোপ দাগছে বিরোধী রাজনৈতিক দল। যেমন কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী সরাসরি নিশানা করেছেন বিজেপিকে। সমাজ মাধ্যম এক্স (সাবেক টুইটারে) তিনি লিখেছেন, ‘‘সুপ্রিম কোর্টের রায় ফের দেশকে জানিয়ে দিল কারা অপরাধীদের পৃষ্ঠপোষক।” পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও নিশানায় রেখেছেন মোদী সরকারকেই।

তাহলে সুপ্রিম কোর্টের রায় বিজেপি সরকারকে সত্যিই অস্বস্তিতে ফেলল কি?

সুপ্রিম কোর্টের রায়

বিচারপতি বিভি নাগরত্ন ও উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ তাদের রায়ে বলেছেন, “দোষীদের মুক্তি দেওয়া হবে কি না সে সংক্রান্ত আবেদন গ্রহণ করা ও দোষীদের সাজা কমানোর করার কোনও ক্ষমতেই নেই গুজরাট সরকারের। তারা এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ করেছে।” সিআরপিসি-র ধারার উল্লেখ করে দেশের শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, গুজরাট সরকারের এক্তিয়ারে এটা পড়ে না। রায়ে বলা হয়েছে, “সিআরপিসি-র ৪৩২ (৭ বি) ধারা অনুযায়ী এই কাজের জন্য গুজরাট সরকার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নয়। মামলার শুনানি মহারাষ্ট্রে হয়েছিল। অপরাধীদের সাজা মকুবের ক্ষমতা মহারাষ্ট্রেরই আছে।”

একই সঙ্গে এও বলা হয়েছে, গুজরাট সরকার ‘সাংবিধানিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে দোষীদের সঙ্গে যোগসাজশ করে এই কাজ করেছে।’

শুধু তাই নয়, সাজা কমানোর জন্য ‘তথ্য গোপন’ ও ‘মিথ্যার আশ্রয়’ নিয়ে আবেদন করেছিল এক অপরাধী। তৎকালীন বিচারপতি অজয় রাস্তোগির বেঞ্চ গুজরাত সরকারকে নির্দেশ দেয় বিষয়টি খতিয়ে দেখার। কিন্তু অপরাধীদের মুক্তির কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এক্ষেত্রে গুজরাট সরকার যা করেছে তা ‘প্রতারণার’ সামিল বলেও মন্তব্য করেছে সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ১১জন অপরাধীকে দুই সপ্তাহের মধ্যে জেলে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কেন অস্বস্তিতে বিজেপি সরকার?

গুজরাটের গোধরার জেল থেক ২০২২ সালের ১৪ই আগস্ট গণধর্ষণ এবং খুনের মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ওই ১১জন অপরাধী ‘মুক্তি’ পান। ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছরের উদযাপন উপলক্ষে সে সময়ে সাজাপ্রাপ্তদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

ওই ১১জন অপরাধীও এই তালিকায় ছিলেন। তাদের সাজা কমানোর পক্ষে গুজরাট সরকারের যুক্তি ছিল দোষীরা ইতিমধ্যে ১৪ বছর জেল কেটেছেন। তাদের বয়স, জেলে থাকাকালীন

আচার-আচরণ, অপরাধের ধরন দেখে সাজা কমানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২২ সালের ১৫ আগস্ট তার বক্তৃতায় নারীদের সম্মানের বিষয়টির উপর জোর দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, নারীদের অসম্মানের বিষয়টি অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এই বিষয়টি তাকে যন্ত্রণা দেয়। এরপরেই বিরোধীরা সরব হন প্রধানমন্ত্রী যদি সত্যিই নারীদের সম্মানের কথা ভাবেন তাহলে ঠিক তার আগের দিন কীভাবে বিলকিস বানুর ধর্ষকরা ছাড়া পেল। এদিকে, জেল থেকে বেরনোর পরই তাদের সংবর্ধনা দেয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা। ফুলের মালা পরিয়ে ও মিষ্টি খাইয়ে তাদের স্বাগত জানানো হয়। বিজেপি বিধায়ক সিকে রাউলজি তাদের তাদের ‘সংস্কারী ব্রাহ্মণ’ বলে প্রশংসাও করেন।

সাজাপ্রাপ্তদের মুক্তির পর থেকেই অনেকেই সরব হয়েছিলেন কী ভাবে গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্তরা ছাড়া পেলেন এই প্রশ্ন তুলে। সমাজকর্মী, আইনবিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট নাগরিকরাও সরব হন। সরব হয় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও। মুক্তির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলা দায়ের হয়। বিলকিস বানুও দ্বারস্থ হন শীর্ষ আদালতের। শুনানি শুরু হলে কেন্দ্র সরকার ও গুজরাট সরকারের কাছে এই সংক্রান্ত নথি চেয়ে পাঠানো হয়। অভিযোগ, রাজ্য সরকার সেই নথি দিতে চায়নি। পরে অবশ্য সুপ্রিম কোর্টের অনড় অবস্থান দেখে ১১ জনের মুক্তি সংক্রান্ত নথি জমা দেয় তারা। শুনানি চলাকালীন একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল গুজরাট সরকারকে। সুপ্রিম কোর্ট এও জানতে চেয়েছিল, কেন বেছে বেছে ওই ১১জনকেই মুক্তি দেওয়া হল সে সময়ে। গত বছর এই রায়ের শুনানি শেষ হয় এবং গতকাল (সোমবার) ছিল তার রায় দান।

বিরোধীদের বক্তব্য

সুপ্রিম কোর্টের রায় আসার পর থেকেই বিজেপিকে নিশানায় রেখে সরব হয়েছে বিরোধীরা। কংগ্রেসের মুমতাজ পটেল সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, “এই ঘৃণ্য কাজের সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের ফুলের মালা দিয়ে স্বাগত জানানো হয়েছিল ছাড়া পাওয়ার পর। অথচ বিলকিস বানু ও তার পরিবার কোনোদিন এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে পারেননি। ক্রমাগত তাদের হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে। ওই অপরাধীরা কোনও ক্ষমার যোগ্য নয়।” অন্যদিকে রাহুল গান্ধী সরাসরি তোপ দেগেছেন বিজেপিকে। তিনি বলেন, “নির্বাচনী মুনাফার জন্য ন্যায়কে হত্যা করার প্রবৃত্তি গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক। বিলকিস বানুর লড়াই অহঙ্কারী বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জয়ের প্রতীক।” সিপিআইএমের পলিটব্যুরো সদস্য বৃন্দা কারাট বিলকিস বানুর ঘটনাটিকে ‘সবচেয়ে বর্বর ও ঘৃণ্য অপরাধ’ বলে মন্তব্য করে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন। বিজেপির উদ্দেশ্যে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, কীভাবে এই অপরাধীদের কেউ মুক্তি দিতে পারে? তৃণমূলের মহুয়া মৈত্র বিলকিস মামলায় অন্যতম আবেদনকারী ছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর তিনি সমাজ মাধ্যমে বলেন, “সুপ্রিম কোর্ট বিলকিস বানুকে অবশেষে বিচার দিয়েছে । যখন শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলাম অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছিল - তোমার কী দরকার বিলকিস এর হয়ে লড়াই করার? আমি মনে করি যে চুপ করে অন্যায় যে সহে, সে-ও ততটাই দোষী। এই ঐতিহাসিক রায় ভারতবর্ষের বিচার ব্যবস্থার ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা ফিরিয়ে এনেছে।” এ জন্য মহুয়া মৈত্রর প্রশংসা করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জয়নগরের প্রশাসনিক সভায় পার্লামেন্ট থেকে বহিষ্কৃত মহুয়া মৈত্রের প্রশংসা করে তিনি বলেন, ‘‘বিলকিসের ধর্ষকদের জেলে পাঠাতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। এই মামলায় পক্ষ ছিলেন মহুয়া। তাই এটা তৃণমূলের বড় জয়।” প্রসঙ্গত, নারী কুস্তিগিরদের যৌন হেনস্থা এবং আন্তর্জাতিক স্তরের খেলোয়াড়দের প্রতিবাদের পর কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে বিজেপি সরকার। আদালতের সাম্প্রতিক রায় সেই অস্বস্তিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মনে করছেন বিরোধীরা। সেই প্রসঙ্গ টেনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, “সুপ্রিম কোর্ট যে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে, তাকে স্বাগত জানাই। ধর্ষকরা ছাড়া পেয়ে যাবে এটা হতে পারে না। বিলকিস বানুর ঘটনাতেই কি শুধু এটা হয়েছে? নারী কুস্তিগিরদের সঙ্গেও তো একই ঘটনা ঘটেছে।”

বিশেষজ্ঞদের মতামত

পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিস জাতীয় প্রেসিডেন্ট কবিতা শ্রীবাস্তব বিবিসি বাংলাকে বলেন, “সুপ্রিম কোর্টের ওই রায়ে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে গুজরাত সরকারের সঙ্গে অপরাধীদের যোগসাজশ ছিল। যদি গুজরাট সরকার বিলকিস বানুর জন্য ন্যায় বিচার চাইত, সুপ্রিম কোর্টের কাছে তার আগের রায়ের বিষয়ে জানতে চাইতে পারত। কিন্তু তারা তা করেনি। অর্থাৎ এটা স্পষ্ট যে গুজরাত সরকারের সঙ্গে দোষীদের মধ্যে যোগসাজশ ছিল।”

রায়ের অন্য একটি দিকও তুলে ধরেন তিনি। গণধর্ষণ এবং খুনে অভিযুক্তদের মধ্যে অন্যতম রাধেশ্যাম শাহের বিরুদ্ধে সত্য গোপনের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তির কথা বলা হয়নি। তিনি প্রথমে আদালতের কাছে রেমিশনের আর্জি জানিয়েছিলেন।

মিজ শ্রীবাস্তব বলেন, “পিটিশনার রাধেশ্যাম শাহ কিন্তু আদালতের কাছে সত্য গোপন করেছিল। যদিও তার কোনও শাস্তির কথা রায়ে বলা হয়নি। অবশ্য, আদালত অবমাননার জন্য যে কেউ এখন মামলা দায়ের করতে পারেন।” শীর্ষ আদালতের রায় যে বিজেপির কাছে পৌঁছেছে সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত।

তার কথায়, “সাজা কমানোর পর ওই ১১ জন দোষী ছাড়া পেলে তাদের সম্মানিত করা হয়েছিল। তাদের সংস্কারীও বলা হয়েছিল। গুজরাটের বিজেপি সরকার তাদের সম্মানিত করেছিল। অমিত শাহের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিন্তু ওই রেমিশনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিলমোহর দিয়েছিল। তাই শুধুমাত্র গুজরাত সরকার নয়, আদালতের এই কড়া বার্তা কিন্তু শীর্ষস্তরেও গিয়েছে।” আইন বিশেষজ্ঞ স্মিতা চক্রবর্তীও এ বিষয়ে তার মতামত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, “রেমিশন এবং আগাম ছাড়া পাওয়ার মধ্যে আইনি পার্থক্য রয়েছে। সবাই রেমিশন পেতে পারেন না। অপরাধের ধরন এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে রেমিশন দেওয়া হয়। কিন্তু গুজরাত সরকার যার ভিত্তিতে ওই অপরাধীদের রেমিশন দিয়েছিল, তাতে কিছুল গলদ রয়েছে। পক্ষপাতদুষ্ট ওই পদক্ষেপের বিষয়টিও কিন্তু দেখা উচিত।” তার কথায়, প্রতিষ্ঠানগত পক্ষপাতদুষ্ট পদক্ষেপ বন্ধ না হলে ভবিষ্যতে তা আবারও হবে। “ইনস্টিটিউশনাল বায়াসের বিষয়টিকেও দেখা উচিত। এই রায়ে কিন্তু সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। কাজেই বিজেপি সরকারের জন্য এই রায় বড় ধাক্কা সেটা বলা যাচ্ছে না। আদালত একটি নির্দিষ্ট কেসের মেরিটে এই রায় দিয়েছে,” তিনি বলেন।

তবে অপরাধীরা চাইলে রেমিশনের জন্য আবেদন করতে পারেন মহারাষ্ট্র সরকারের কাছে। তাই লড়াই এখনই শেষ, এমনটা নাও হতে পারে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সমাজকর্মী বলেন, “মহারাষ্ট্র সরকারের কাছে ওই ১১জন রেমিশন চাইতে পারেন। তারপর তারা সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু সেখানেও তো বিজেপি সরকার।”

ভোটে প্রভাব ফেলবে?

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে রাজনীতির ময়দানে নেমে পড়েছে সব দল। বিরোধীদের কেউ কেউ বলছেন, ভোটের আগে এটা বিজেপির জন্য বড় ধাক্কা। এ বিষয়ে অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

তার কথায়, “ভোটের রাজনীতি কিন্তু আলাদা। বিলকিস বানুর ঘটনা আমাদের মতো যারা উদারনৈতিক, আইনের শাসন এবং সংবিধান মেনে চলি, তাদের কাছে একটা বড় ইস্যু। কিন্তু এটা সাধারণ মানুষ, বিশেষত গুজরাতের মানুষের কাছে বড় ইস্যু নয়।”

“বিজেপি গুজরাটে যে হিন্দুত্ববাদী আবহাওয়া তৈরি করেছে তার সঙ্গে বিলকিস বানুর উপর যে অবিচার হয়েছে তার সরাসরি সম্পর্ক আছে। কোর্টে ধাক্কা খেলেও কিন্তু বিজেপি সরকার হিন্দুত্বের মশালকে কিন্তু উঁচিয়ে নিয়ে যাবে।”

“উল্টো দিক থেকে দেখতে গেলে বিজেপি যে হিন্দুত্বের রাজনীতি করে ওরা মাঠে ময়দানে এইটাই প্রচার করবে। এই মামলাকে সামনে রেখে বরং তারা গোধরার কথা সাধারণ মানুষকে মনে করিয়ে দেবে। দাঙ্গার কথা মনে করিয়ে দিয়ে, তাদের মতো করে ব্যাখ্যা দিয়ে বিষয়টার পোলারাইজেশন করে ফেলবে”, মন্তব্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর।

তিনি আরও বলেন, “আমরা যারা লিবারল, তাদের জন্য সংবিধান হল কি না গুরুত্বপূর্ণ, বিচার পেল কি না সেটা জরুরি, সংসদে গণতন্ত্র রয়েছে কি না সেটার গুরুত্ব আছে। কিন্তু যারা মেরুকরণের রাজনীতি করে, হিন্দুত্বের রাজনীতি করে তাদের জন্য এই ধরনের ইস্যুগুলো যত বেরিয়ে আসবে তত লাভ।”

“তারা অতীতকে মনে করিয়ে দেবে, এবং অতীতকে পুনর্নির্মাণ করাটাই এঁদের কাজ। যদিও এটা কমিউনাল ইস্যু নয়। এইটা বিজেপি সরকারের একটা দমনমূলক পদক্ষেপ। পরিস্থিতিটা কিন্তু যারা আইন মেনে চলেন, সংবিধান ও গণতন্ত্রের কথা ভাবেন, তাদের জন্য চিন্তার।”

লেবাননকে কবজা করে নেওয়া কে এই হাসান নাসরাল্লাহ/২

বিবিসি

এখানে উল্লেখ্য, নাজাফে থাকাকালীন তিনি আব্বাস মোসাভি নামক একজন ধর্মপ্রচারকের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

ইরান-লেবাননভিত্তিক শিয়া মতবাদের ধর্মপ্রচারক মুসা আল-সাদরের একজন ছাত্র ছিলেন মোসাভি। নাজাফে থাকার সময় মোসাভি ইরানি রাজনীতিবিদ ও শিয়া মুসলিম ধর্মগুরু রুহুল্লাহ খোমেনির রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

এই আব্বাস মোসাভি হাসান নাসরাল্লাহ’র চেয়ে আট বছরের বড় ছিলেন এবং তিনি খুব দ্রুত নাসরাল্লাহ’র জীবনে একজন কঠোর শিক্ষক ও প্রভাবশালী পরামর্শক হয়ে ওঠেন।

তারা দু’জনই ইরাকের নাজাফ থেকে লেবাননে ফিরে সেখানে চলমান গৃহযুদ্ধে যোগ দেন। এসময় নাসরাল্লাহ আব্বাস মোসাভির নিজ শহর বেকা উপত্যকার একটা মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেন।

ইরানে বিপ্লব এবং হেজবুল্লাহ’র উত্থান

হাসান নাসরুল্লাহ লেবাননে ফেরার এক বছর পর ইরানে একটি বিপ্লব সংঘটিত হয়। আব্বাস মোসাভি এবং হাসান নাসরাল্লাহ’র মতো একজন ধর্মীয় নেতা রুহুল্লাহ খোমেনি ইরানের ক্ষমতা দখল করেন।

এই ঘটনা লেবাননের শিয়া মুসলিম এবং ইরানের সম্পর্ককে গভীরভাবে বদলে দেয়। দেশটির শিয়াদের রাজনৈতিক জীবন এবং সশস্ত্র সংগ্রাম ইরানের এই ঘটনা ও শিয়া মতাদর্শ দ্বারা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

তবে ব্যক্তিগতভাবে হাসান নাসরাল্লাহ’র তৎকালীন ইসলামি প্রজাতন্ত্রের নেতা রুহুল্লাহ খোমেনি দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণ হল, ক্ষমতায় আসার পর ১৯৮১ সালে তিনি তেহরানে রুহুল্লাহ’র সাথে দেখা করেন।

তখন খোমেইনি নাসরাল্লাহকে লেবাননে তার প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করেন। নাসরাল্লাহ’র দায়িত্ব ছিল ‘হিসবাহ’ সম্পর্কিত বিষয়াদি দেখা এবং ইসলামি তহবিল জোগাড় করা।

এই দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে নাসরাল্লাহ মাঝে মাঝেই ইরানে আসা-যাওয়া শুরু করলেন।

এসময় তিনি ইরান সরকারের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের এবং ক্ষমতার সর্বোচ্চ স্তরের মানুষদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুললেন।

ইরানের শিয়া মুসলিমরা লেবাননের শিয়াদের সাথে ধর্মীয় বন্ধন এবং ঐতিহাসিক রেকর্ডকে গুরুত্ব দিয়েছিলো।

ইরানের শিয়াদের একতার মূলমন্ত্র ছিল পশ্চিমা বিরোধী মনোভাব, যেটি প্রচার করেছিলেন রুহুল্লাহ খোমেনি।

সে সময় মধ্যপ্রাচ্যে সংবাদ প্রচারের নীতি ইসরায়েলবিরোধী রূপ ধারণ করে। সেইসাথে, ইরানের বৈদেশিক নীতিতে ‘ফিলিস্তিনি আদর্শ’ অগ্রাধিকার পেতে থাকে।

এইসময় গৃহযুদ্ধ ও অস্থিরতার দ্বারা অবরুদ্ধ লেবানন ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের ঘাঁটি হয়ে উঠলো। লেবাননের বৈরুত ছাড়াও দক্ষিণ লেবাননে তাদের একটা শক্ত অবস্থান ছিলো।

ক্রমবর্ধমান অস্থিতিশীলতার মাঝে ইসরায়েল ১৯৮২ সালের জুন মাসে লেবানন আক্রমণ করে এবং ইসরায়েল খুব দ্রুত দেশটির গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো দখল করে নেয়। যদিও ইসরায়েল দাবী করেছে, ফিলিস্তিনি আগ্রাসনের জবাবে তারা এ হামলা চালিয়েছে।

লেবাননে ইসরায়েলের হামলার কিছুদিন পর ইরাকের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ইরান। ফলে ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশান গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)-এর সামরিক কমান্ডাররা সিদ্ধান্ত নেন যে তারা ইরানের তত্ত্বাবধায়নে লেবাননে একটা পূর্ণাঙ্গ মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করবেন।

তারা তখন এই বাহিনীর নাম দেয় ‘হেজবুল্লাহ’, যার অর্থ সৃষ্টিকর্তার দল।

হেজবুল্লাহ ১৯৮৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। হাসান নাসরাল্লাহ, আব্বাস মোসাভি এবং আমাল মুভমেন্টের আরও কয়েকজন সদস্য একসাথে এই নবগঠিত সংগঠনটিতে যোগ দেন। তখন সংগঠনটি’র নেতৃত্ব দেন সুভি-আল-তুফায়লি নামক একজন।

এদিকে, আমেরিকান বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান পরিচালনা করার কারণে এই দলটি খুব দ্রুত আঞ্চলিক রাজনীতিতে তার পদচিহ্ন তৈরি করে ফেলে।

হেজবুল্লাহ’র নেতৃত্ব প্রাপ্তির দিকে নাসরুল্লাহ

নাসরাল্লাহ যখন হেজবুল্লাহ গ্রুপে যোগ দেন, তখন তার বয়স মাত্র ২২ বছর। শিয়া ধর্মপ্রচারকদের মানদণ্ড অনুযায়ী, তিনি ছিলেন একদম নবীন।

আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে ইরানের সঙ্গে নাসরাল্লাহ’র সম্পর্ক আরও গভীর হয়। তখন তিনি ধর্ম বিষয়ক পড়াশুনার জন্য ইরানের কোম শহরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কোমের মাদ্রাসায় থাকাকালীন নাসরাল্লাহ পার্সিয়ান ভাষায় দক্ষ হয়ে ওঠেন এবং ইরানের অনেক রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন।

এরপর যখন তিনি লেবাননে ফিরে আসেন, তখন তার এবং আব্বাস মোসাভির মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়।

কারণ মোসাভি হাফেজ আসাদের নেতৃত্বে লেবাননে সিরিয়ার কার্যক্রম বাড়ানোকে সমর্থন দিয়েছিলেন। বিপরীতে, নাসরাল্লাহ চাচ্ছিলেন, হেজবুল্লাহ যাতে আমেরিকান এবং ইসরায়েলি সৈন্যদের আক্রমণের দিকে মনোনিবেশ করে।

কিন্তু নাসরাল্লাহ’র কথা কেউ শুনছিলেন না। তিনি তখন হেজবুল্লাহ’র মাঝে নিজেকে সংখ্যালঘু হিসেবে খুঁজে পেয়েছিলেন।

তবে এই ঘটনাপ্রবাহের তার কিছুদিনের মাঝে তাকে ইরানে হেজবুল্লাহ’র প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এই পদবী তাকে আবার ইরানে ফিরিয়ে নেয় এবং একইসাথে দূরেও সরিয়ে দেয়।

চলবে...

প্রথম নজর

এবার তৃণমূল কংগ্রেসে তৈরি হচ্ছে নয়া মুখপাত্রদের তালিকা

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসের নয়া মুখপাত্রের তালিকা তৈরি হচ্ছে। দায়িত্বে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রত বক্সি। বুধবার কালীঘাটে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সাংগঠনিক বৈঠকে এই নির্দেশ দেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে নেতৃবৃন্দের সোশ্যাল প্লাটফর্মে প্রচারে ঝড় তুলতে হবে। লোকসভা নির্বাচনের আগে কালীঘাটের বাড়িতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কে নিয়ে এই সাংগঠনিক বৈঠকে একাধিক নির্দেশ দেন নেত্রী। কি কি নির্দেশ দেন তিনি তা দেখে নেওয়া যাক.....(১) প্রকাশ্যে মুখ খুললে সংশ্লিষ্ট নেতার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে দল। (২) দলের নির্দেশ না মানলে প্রয়োজনে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে। (৩) দলের সবাই মুখপাত্র হবে না। (৪) সামাজিক মাধ্যমে একে অপরের বিরুদ্ধে কোন বিরূপ মন্তব্য করা যাবে না।(৫) নিজেদের মতো করে কোন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করা যাবে না। (৬) যা বক্তব্য রাখার তা দলের অভ্যন্তরে রাখতে হবে। সংবাদ মাধ্যমে তা বলা যাবে না। (৭) কারোর কোন ক্ষোভ বা অভিযোগ থাকলে তা রাজ্য সভাপতি সুব্রত বকশি অথবা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা দলনেত্রীর দফতরে জানাতে হবে। বর্তমানে তৃণমূল মুখপাত্রদের যে ২৪ জনের নামের তালিকা রয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশ সঠিকভাবে যুক্তিসহ ভালো বক্তব্য রাখতে পারেনা বলে দলের অন্দরে একাধিক অভিযোগ আছে। তাই দল নেত্রী নতুন তালিকা তৈরি করার নির্দেশ দিয়ে গত পহেলা জানুয়ারি থেকে যেভাবে বিভিন্ন ইস্যুতে বেশ কিছু নেতা লাগাম ছাড়া কথাবার্তা বলছিলেন তাতে দলনেত্রী রাস টানলেন বলে মনে করছে ওয়াকিবহল মহল। (৮) পশ্চিম মেদিনীপুরে গোষ্ঠী কোন্দল মেটাতে নির্দেশ। (৯) কেন্দ্র বিরোধিতায় বই প্রকাশের নির্দেশ ।(১০) কর্মীদের কাছে বই পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ। (১১) ঘরে বসে নেতাগিরি নয়, রাস্তায় নামার নির্দেশ।

ইডির অভিযোগকারী অফিসারের বয়ান রেকর্ডে সিজিওতে ডিএসপি

মাফরুজা মোল্লা ● গোসাবা

আপনজন: বসিরহাট জেলা পুলিশ এর ডি এস পি সানন্দা গোস্বামী বুধবার সকালে ইডি দফতরে আসেন। তার সঙ্গে ছিল তদন্ত কারি অফিসার।
পুলিশ সূত্রে খবর ,ইডি যে অভিযোগ করেছিল সেই অভিযোগের বিষয়ে বয়ান রেকর্ড করতে এসেছিলেন তিনি। পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে ক্যামেরাও ছিল। ডিএসপি পরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, পুলিশের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে ই ডি অফিসার অভিযোগ করেছেন সন্দেশখালি ঘটনায় তার বয়ান রেকর্ড করা। পুলিশ পরপর তিনবার তাকে নোটিশ দিয়েছে। বুধবার ডিএসপি নিজে এসেছিলেন ওই ইডির অভিযোগকারী অফিসারের বয়ান রেকর্ড করতে। কিন্তু অভিযোগকারী অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় সেই প্রক্রিয়া সম্ভব হয়নি। বেশ কিছুক্ষণ ইডি দফতরে অপেক্ষা করার পর ইডি অফিস থেকে বেরিয়ে যান ডিএসপি বসিরহাট সানন্দা গোস্বামী। বেরোনোর সময় তিনি জানান, বয়ান রেকর্ড করার জন্যই তিনি এসেছিলেন কিন্তু, তা করা সম্ভব হয়নি। তার দাবি এই মামলার ডেপুটি ডিরেক্টর অভিযোগকারী। অফিসে থাকলেও অন্য কাজে ব্যস্ত রয়েছেন বলে দাবি করেছেন এবং সেই কারণেই তিনি বয়ান রেকর্ড করাতে পারেননি। ডিএসপি বসিরহাট আরো দাবি করেন, অভিযোগকারী ইডি আধিকারিককে তিনবার নোটিশ করা হয়েছিল তার বয়ান রেকর্ড করার জন্য। তবে এদিনও তা করা সম্ভব হয়নি। সাংবাদিকরা পলাতক শেখ শাহজাহানের সম্পর্কে ডিএসপির কাছে জানতে চাইলে সে বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি।এদিকে বনগাঁতে শংকর আঢ্যর বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় ইডি আধিকারিকদের গাড়ির উপরে হামলার ঘটনায় তদন্তের প্রয়োজনে ইডি দফতরে, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বনগাঁ দীপেন্দ্র তামাং আসেন ।
ওই দিন অভিযানে যারা গিয়েছিলেন তাদের বয়ান রেকর্ড করার জন্য।সূত্রের খবর, বয়ান ভিডিও গ্রাফ করার পর সঙ্গে নিয়ে আসা হয় ভিডিও ফটোগ্রাফার।

গঙ্গাসাগরের পরিবেশ দেখে খুশি রাজ্যপাল

নকীব উদ্দিন গাজী ● সাগর

আপনজন: মকর সংক্রান্তির আগে সপরিবারে গঙ্গাসাগরে গিয়ে কপিলমুনি মন্দিরে পূজো দিলেন রাজ্যপাল সি.ভি আনন্দ বোস। গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি মন্দিরে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি গঙ্গাসাগরের মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন রাজ্যপাল। এছাড়াও গঙ্গাসাগরের মন্দির চত্বর সংলগ্ন যে সকল ব্যবসায়ীরা রয়েছে সে সকল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বুধবার ১২ টা নাগাদ গঙ্গাসাগরের পাঁচ নম্বর রাস্তার অস্থায়ী হেলিপ্যাড মাঠে সপরিবারে এসে পৌঁছান পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। এরপর সপরিবারে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতির কাজ খতিয়ে দেখেন। সপরিবারে কপিলমুনি মন্দিরে পুজো দেন তিনি। পুজো দেওয়ার পাশাপাশি কপিলমুনি মন্দিরের মহন্তদের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন। পুজো দেওয়ার পর রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস বলেন, গঙ্গাসাগর মেলা রাজ্যের বৃহত্তম মেলা। এই মেলা কে কেন্দ্র করে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীরা একত্রিত হয়। গঙ্গাসাগর মেলা মিলন মেলা। "দিস মে গঙ্গা বেহতি হে ও মেরা ভারত হে"। ভারতবর্ষের দীর্ঘতম নদী হলো গঙ্গা। গঙ্গা শুধু নদী নয়, গঙ্গা আমাদের মা। আর এই ভারতবর্ষের মা গঙ্গা, যেখানে এসে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে সেটাই ভারতবর্ষের মানুষের জন্য পূর্ণ তীর্থ গঙ্গাসাগর। ভারতবর্ষের আর পাঁচটা নদীর মতন গঙ্গা হিমালয় থেকে উৎপত্তি হয়ে গঙ্গাসাগরের এসে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে ।গঙ্গার ওপর নির্ভর করে থাকে বহু পরিবার। আমরা স্বপরিবারে গঙ্গাসাগরে এসে কপিলমুনি মন্দিরে পূজো দিয়েছি আমাদের খুবই ভালো লেগেছে। ইতিমধ্যে গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৪ কে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীরা গঙ্গাসাগরে এসে পৌঁছেছে। গঙ্গাসাগরে আসা তীর্থযাত্রীদের যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একাধিক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিপুল সংখ্যক জালনোট সহ যুবক গ্রেফতার

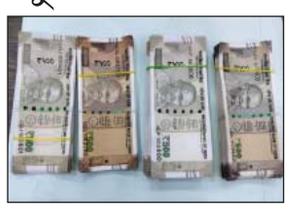

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: সামসেরগঞ্জ থানার বড়সড় সাফল্য। বিপুল পরিমাণ জালনোট সহ এক যুবককে গ্রেফতার করল সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে সামসেরগঞ্জের নতুন ডাকবাংলা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ওই যুবকের নাম মুকেশ কুমার(২৫)। তার বাড়ি বিহার রাজ্যের সিতামারী এলাকায়। ধৃত যুবকের কাছ থেকে মোট ২ লক্ষ টাকার জালনোট বাজেয়াপ্ত করেছে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। নোট গুলো সবকটিই পাঁচশো টাকার বলেই জানানো হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে। বুধবার ধৃতকে আদালতে পাঠায় পুলিশ। জালনোট কারবারের সঙ্গে কে বা কারা জড়িত রয়েছে এবং কাকে কোথায় দেওয়ার উদ্দেশ্যে জালনোট গুলো নিয়ে যাচ্ছিল ওই যুবক তা তদন্ত করে দেখছে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

হাইকোর্টের নির্দেশ না মানায় কাঠগড়ায় মেটিয়াবুরুজের কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: নির্মাণের জন্য বিপুল পরিমাণ টাকার দাবি, এবার হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য কাঠগড়ায় মেটিয়াবুর্জের কাউন্সিলর। মেটিয়াবুর্জ বিধানসভার ১৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ফরিদা পারভীনেরে উপর গভীর অভিযোগ, নির্মাণের জন্য বিপুল পরিমাণ টাকার দাবি, সম্প্রতি মিডিয়ায় শিরোনাম হয়েছিল এই মামলা।
বিষয়টি নিয়ে পুলিশ ও ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু এখন কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করা হচ্ছে। ক্ষুব্ধ বিএম একতা কনস্ট্রাকশনের প্রধান ও তৃণমূল কর্মী দিলওয়ার খান্ডার বলেন, কাউন্সিলর আইন, বিধি-নিষেধকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজের মর্জির মালিক। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দলেরও মানহানি করছেন। ভুক্তভোগীর অ্যাডভোকেট তাপস ডিন্ডা বলেন, হাইকোর্ট খনির কাজ অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু কাউন্সিলর তাতে কোনো কর্ণপাত করছেন না। অভিযোগ, মাটিয়াবুর্জ বিধানসভার ১৩৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ফরিদা পারভীন বিএম একতা কনস্ট্রাকশন লিমিটেড কোম্পানির প্রধান এবং তৃণমূল কর্মী দিলওয়ার খান্ডারের কাছ থেকে ৫ টি দোকান এবং ১ কোটি টাকা দাবি করেন। অভিযোগে বলা হয়, কাউন্সিলরকে অনেক টাকা দেওয়া হলেও তিনি এক কোটি টাকা চাইছেন। ব্যবসায়ী এই টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে কাউন্সিলরের লোকজন তাকে চাপ দিতে থাকে বলে অভিযোগ। ওই নির্মাণ ব্যবসায়ী অভিযোগ করেন, ওই টাকা দিতে অস্বীকার করায় কাউন্সিলর অবশেষে মিথ্যা অভিযোগে জেসিপির মাধ্যমে জোরপূর্বক ওই ব্যবসায়ীর জায়গা খনন করছেন। ভুক্তভোগী বলেছেন যে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আস্থা রাখেন যে তিনি ন্যায়বিচার পাবেন। এছাড়াও, সিআইডি তদন্তের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী ।

সরুলিয়া মাদ্রাসায় আরবী সাহিত্য নিয়ে অনুষ্ঠান

জাকির সেখ ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: আন নাদীল আদাবীল আরাবীর বাৎসরিক প্রতিযোগিতামূলক আরবী সাহিত্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো মুর্শিদাবাদ জেলার ঐতিহ্যবাহী বেলডাঙা সরুলিয়া মাদ্রাসায়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আসামের জালালিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন মুহাদ্দিস মাওলানা আনসার আলম কাসেমী। সভাপতিত্ব করেন জেলা জমিয়তে উলামার সভাপতি তথা মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা বদরুল আলম।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার সেক্রেটারি রেজাউল করিম, বানি ইসরাইল, ফতেপুর কলেজের প্রফেসর নজরুল ইসলাম, মুফতি নূর আমিন, মুফতি জুলফিকার, মাওলানা মানোয়ার হোসেন, মুফতি মাসুদ, মুফতি শামীম প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানে মাদ্রাসার ছাত্ররা কবিতা আবৃত্তি, নাতে রাসুল, বক্তব্য ও তর্ক বিতর্ক সমস্ত কিছু আরবী ভাষাতেই উপস্থাপন করেন। মাওলানা বদরুল আলম বলেন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমরা আরবী ভাষাকে ভালবাসো। মহান আল্লাহর ঐশী গ্রন্থ পবিত্র কুরআন মাজিদ এই আরবী ভাষাতেই অবতীর্ণ হয়েছে। জান্নাতীদের ভাষাও হবে আরবী। ছাত্ররা যাতে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অসাধারণ ভাষাগত নৈপুণ্যের সাথে পরিচিতি লাভ করতে পারে। আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি পাঠ করে এর মর্ম উপলব্ধি করার দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং বিশুদ্ধভাবে আরবী ইবারত পাঠ করার দক্ষতা অর্জন করতে পারে সেজন্য আরবী সাহিত্য বিভাগ মাদ্রাসায় চালু করা হয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে প্রতিটি বিভাগের প্রথম, দ্বীতিয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় মাদ্রাসার পক্ষ থেকে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সাংসদ শতাব্দী

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বর্তমান যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে মোবাইলের প্রতি আসক্তি লক্ষনীয়।কমে গেছে খেলাধুলার চর্চা।আর নাটক তো এখন গ্রামেগঞ্জে তথা মফস্বল এলাকায় একটি বিরল দৃষ্টান্ত ।এতদসত্ত্বেও দুবরাজপুরের মহিলা পরিচালিত সেঁজুতি নাট্য সংস্থা চার দিনব্যাপী সেঁজুতি নাট্য উৎসব ও বিজয়িনী নাট্য সমারোহ ২০২৪ পালন করেন মহাসমারোহে।মঙ্গলবার ছিল তার শেষ দিন। চার দিন ধরে চলা অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা তথা সেঁজুতির কর্ণধার সুমনা চক্রবর্তীর ডাকে গত ৬ ই জানুয়ারি দুবরাজপুর অগ্রদূত সংঘের মঞ্চে নাট্য উৎসব ও বিজয়িনী নাট্য সমারোহ ২০২৪ এর শুভ উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী তথা বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায়।উদ্বোধন করে সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন নাট্যোৎসব একটি অন্যতম শিক্ষার অঙ্গ।তিনি বলেন আমি যেমন তিনশোর বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছি পাশাপাশি সাংসদ হিসেবে মানুষের হয়ে, মানুষের কাজে ছুটে যায়। যেমন আজকে এসেছি সেঁজুতির ডাকে।

নাবাবীয়া মিশনের ছাত্র নিয়োজিত মানবসেবায়

নাবাবীয়া মিশনের ছাত্র ডাক্তার মোল্লা আনিসুল তার মায়ের মাগফিরাতের উদ্দেশ্য বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। উল্লেখ্য, আনিসুল খুব দুস্থ পরিবারের সন্তান মিশনে মোস্তাক হোসেন সাহেবের দেওয়া স্কলারশিপে নাবাবিয়া মিশন থেকে পড়াশোনা করে আজকে সমাজের মুখ উজ্জ্বল করছেন। মানব সেবাই হলো বড় ধর্ম যেটা আনিসুর করে চলেছেন। তার পাশে রয়েছেন নাবাবিয়া মিশনের সম্পাদক সেখ সাহিদ আকবার।

ধান ব্যবসায়ীদের কোটি কোটি টাকা অনাদায়ী, ক্ষোভ প্রকাশ সমিতির

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: ধান ব্যবসায়ীদের কয়েকশো কোটি টাকা অনাদায়ী। কঠিন পরিস্থিতিতে আছে পূর্ব বর্ধমানের ধান ব্যবসায়ীরা । ক্ষোভ প্রকাশ করল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ধান্য ব্যবসায়ী সমিতির পূর্ব বর্ধমান ষষ্ঠ জেলা সম্মেলনে ।১০ জানুয়ারি এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ঐতিহাসিক টাউন হলে । জেলা সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন বর্ধমান পৌরসভার পৌর পতি পরেশ চন্দ্র সরকার, জামালপুরের বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, বর্ধমান জেলা পরিষদের কৃষির সেচ দপ্তরের কর্মধক্ষ মেহবুব মন্ডল,বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মহেন্দ্র সিং সালুজা ,সাংবাদিক সফিকুল ইসলাম সহ সংগঠনের একাধিক কর্মকর্তার উপস্থিত হয়েছিলেন । সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিশ্বজিৎ মল্লিক বলেন তারা তাদের সংগঠন থেকে সারা বছর মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেন সংগঠনের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের ও পাশে বিভিন্নভাবে দাঁড়িয়েছেন।বর্তমানে সংগঠন বিভিন্ন সমস্যায় আছে । ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ধান্য ব্যবসায়ী সমিতি। কয়েকশো কোটি টাকা পূর্ব বর্ধমানে অনাদায়ী আছে এবং অনেককে টাকা না পাওয়ার কারণে আত্মহত্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান তথা রাজ্য ধান্য ব্যবসায়ী সমিতি সংগঠনের স্বার্থে কাজ করে যাবে। জেলা তথা রাজ্য অর্থনীতিতে তাদের একটা বড় ভূমিকা আছে সেটা তারা বার বার প্রমাণ করেছে। রাজ্যের পঞ্চায়েত , গ্রামন্নয়ন ও সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ধান্য ব্যবসায়ী সমিতির অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান অনুষ্ঠানে না আসতে পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন ।এই মঞ্চ থেকে নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয় । এতে সম্পাদক হিসাবে পুনরায় বিশ্বজিৎ মল্লিক ,সভাপতি সুকান্ত পাঁজা, কোষাধ্যক্ষ খেলারাম মন্ডল ও উপদেষ্টা হিসাবে অরবিন্দ পাঁজা সহ ৪৩ জনের কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়েছে ।

মিডে ডে মিল কর্মীদের দাবি দিবস পালন

ওয়ারিশ লস্কর ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: ডায়মন্ড হারবার মহকুমায় মিড ডে মিল কর্মীদের বঞ্চনার প্রতিবাদে সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ধারাবাহিক আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তারই অঙ্গ হিসেবে বুধবার রাজ্যের সর্বত্র মিড ডে মিলকর্মীরা স্কুলগুলোতে দাবি দিবস পালন করে ।
দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন স্কুলগুলোতেও মিড ডে মিল কর্মীরা নিজ নিজ স্কুলে মিড ডে মিলের দাবী সম্বলিত ব্যাজ পরিধান করে এই দাবি দিবস পালন করে । ডায়মণ্ড হারবার সাব ডিভিশনে প্রায় তিন শতাধিক স্কুল এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে ।

বিশ্বব্যাঙ্কের দল

আপনজন: আমতা ও উদয়নারায়ণপুরে সেচ দপ্তরের দ্বিতীয় পর্যায়ে কাজ পরিদর্শনে এল বিশ্ব ব্যাংক এবং এশিয়ান ব্যাংকের প্রতিনিধি দল। ছবি ও তথ্য: সুরজীৎ আদক।

খোয়া যাওয়া গয়না উদ্ধার জয়নগরে

মোমিন আলি লস্কর ● জয়নগর

আপনজন: গত ৭ জানুয়ারী বারুইপুর থানার অন্তর্গত সাউথ গড়িয়া খারা পাতালিয়া গ্রামে অর্চনা চন্ডী জয়নগর আসেন। সেখানে তার কানের দুল , কিছু নগদ টাকা খোয়া যায়। খোয়া যাওয়া মাল ফিরত পাওয়ার লক্ষ্যে দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে অর্চনা চন্ডী জয়নগর থানায় পুলিশের দারস্থে হাজির হল এবং জয়নগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।
অভিযোগ পেয়ে জয়নগর থানার আইসি পার্থ সারথী পালের নির্দেশে এস আই দিগন্ত মন্ডল,এস আই সায়ন ভট্টাচার্য নেতৃত্বে জয়নগর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীর দল নিয়ে নাকাচেকিং চালায়। গোপনসূত্রে খবর জয়নগর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী রমাকান্ত বাটি থেকে চুরির মাল সহ দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে এবং জয়নগর থানায় নিয়ে আসেন ।

জন্মদিনে রক্তদান শিবির যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বীরভূম

আপনজন: "রক্তদান জীবনদান, রক্তদান মহৎ দান"- এই বার্তাকে সামনে রেখে মঙ্গলবার বীরভূমের খয়রাশোল থানার কৃষ্ণপুর-বড়জোড় গ্রামের যুবক সেন্টু মন্ডল তার জন্মদিন উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। তার মনোবাসনা ছিল জন্মদিন পালনে কোনো আড়ম্বরপূর্ণ নয়, আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে খাবারের আতিথেয়তা না বা হৈহুল্লোড় না করে সমাজ সচেতনতার বার্তা ছড়ানোর প্রয়াসে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির করবেন। সেই মোতাবেক এদিন রক্তদান শিবিরের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। পান্ডবেশ্বর ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরাম ট্রাস্টের সহযোগিতায় এবং বীরভূম জেলা সিউড়ী সদর হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্ক কতৃক রক্ত সংগ্রহ করা হয় শিবির থেকে। ২০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।আয়োজকদের পক্ষ থেকে সকল রক্তদাতাদের হাতে শংসাপত্র প্রদান করা হয়।

রক্তদান শিবির ও শীত বস্ত্র বিতরণে অধীর

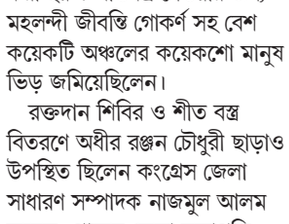

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: কান্দির মহলন্দীতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রক্তদান শিবির ও শীত বস্ত্র বিতরণে অধীর রঞ্জন চৌধুরী। কান্দি থানার অন্তর্গত মহলন্দী অঞ্চলে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির এবং শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বুধবার। এদিন রক্তদান শিবির এবং শীতবস্ত্র বিতরণ শুভ উদ্বোধন করেন বহরমপুরের সাংসদ তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। কেবলমাত্র ছেলেরা নয় তার সঙ্গে এলাকার অনেক মহিলারা স্বেচ্ছায় রক্তদান করতে এগিয়ে এসেছিলেন । এই রক্তদান শিবিরে ১০ জন মহিলা সহ ৫০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেছেন।
তাছাড়া কয়েকশো অসহায় দুস্থ গরীব মানুষকে শীতবস্ত্র বিতরন করা হয় । শীতবস্ত্র নেওয়ার জন্য মহলন্দী জীবন্তি গোকর্ণ সহ বেশ কয়েকটি অঞ্চলের কয়েকশো মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন।
রক্তদান শিবির ও শীত বস্ত্র বিতরণে অধীর রঞ্জন চৌধুরী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস জেলা সাধারণ সম্পাদক নাজমুল আলম রুবেল, প্রাক্তন জেলা সভাপতি শিলাদিত্য হালদার, কান্দি ব্লক উত্তর কংগ্রসের সভাপতি মাঞ্জারুল হক, জেলা কংগ্রেরের যুবনেতা তৌহিদুর রহমান সুমন প্রমুখ্য কংগ্রেস কর্মী নেতৃত্ব।

যুব তৃণমূলের প্রস্তুতি সভা কোলাঘাটে

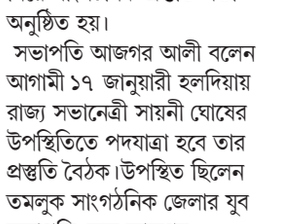

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোলাঘাট

আপনজন: কোলাঘাট ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের আয়োজনে কোলাঘাট বিডিও অফিস সংলগ্ন রবীন্দ্র প্রেক্ষাগৃহে কোলাঘাট ব্লকের অন্তর্গত অঞ্চল যুব সভাপতি দের নিয়ে সাংগঠনিক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভাপতি আজগর আলী বলেন আগামী ১৭ জানুয়ারী হলদিয়ায় রাজ্য সভানেত্রী সায়নী ঘোষের উপস্থিতিতে পদযাত্রা হবে তার প্রস্তুতি বৈঠক।উপস্থিত ছিলেন তমলুক সাংগঠনিক জেলার যুব সভাপতি সেক আজগর আলী,মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব রায় চৌধুরী,তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি-প্রসেনজিৎ দে সহ অনেকেই।

দাওয়াত الدعوة

আপনজন ■ বৃহস্পতিবার ■ ১১ জানুয়ারি, ২০২৪

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান করেন

যে কারণে লোক দেখানো ইবাদত নিন্দনীয়

সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়

ধারাবাহিক: মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান করেন

আবদুল্লাহ নুর

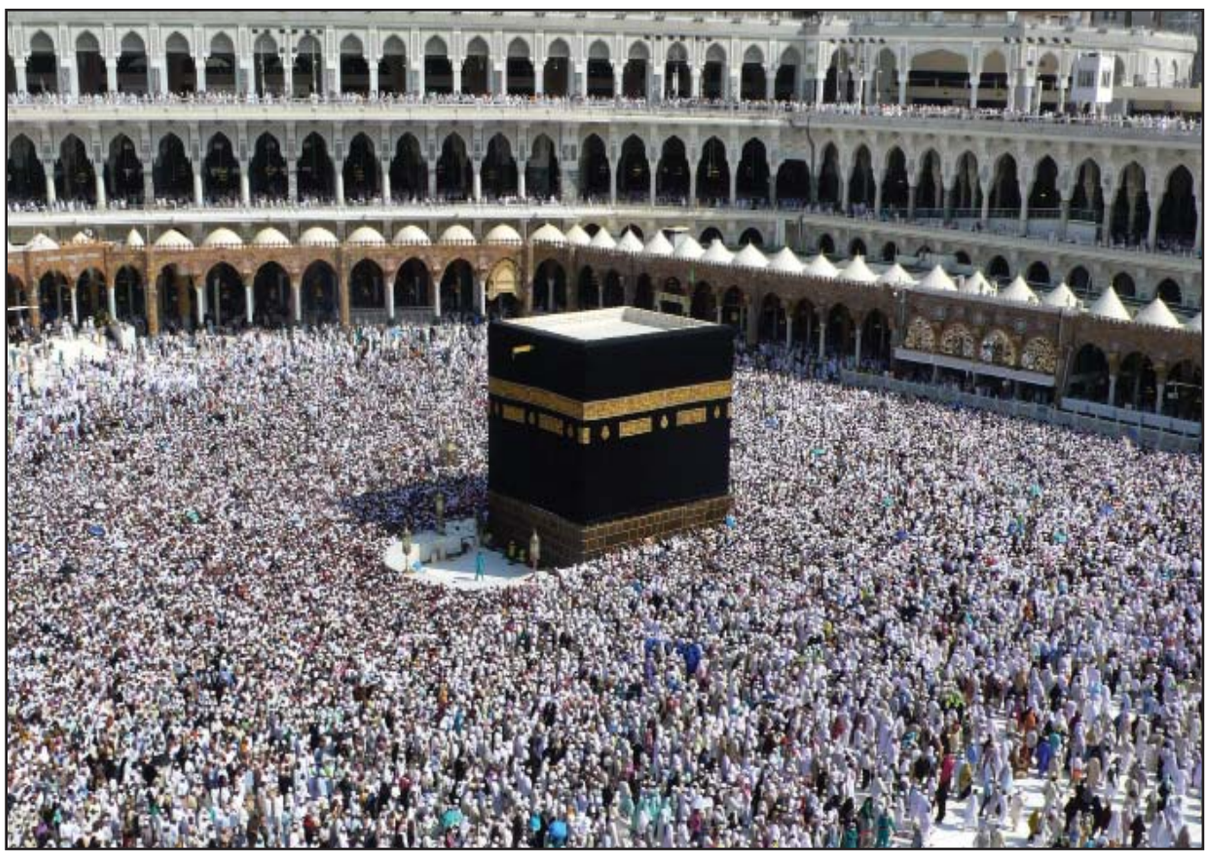

মানবসমাজের ভারসাম্য রক্ষায় মহান আল্লাহ মানবজাতিকে নানা শ্রেণি ও গোষ্ঠীতে বিন্যস্ত করেছেন। তিনি কাউকে জ্ঞানী করেছেন আর কাউকে মূর্খ, কাউকে ধনী করেছেন আর কাউকে দরিদ্র, কাউকে শাসক করেছেন আর কাউকে জনতা। পার্থিব জীবনে আল্লাহ যাঁদের সম্মানিত করেছেন তিনি তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং তিনি অপরপক্ষের প্রতি সুবিচার করেছেন। এভাবেই তিনি শ্রেণিবদ্ধ মানবসমাজের ভারসাম্য রক্ষা করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন, ‘এরা কি তোমার প্রতিপালকের করুণা বণ্টন করে? আমিই তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করি, পার্থিব জীবনে এবং পরস্পরের ওপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে; এবং তারা যা জমা করে তা থেকে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।’ (সুরা : জুখরুফ, আয়াত : ৩২)

রাষ্ট্রক্ষমতাও মহান আল্লাহর একটি বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি যাকে খুশি তাকে এই অনুগ্রহ দান করেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘বোলো, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করো এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও; যাকে ইচ্ছা তুমি সম্মানিত করো আর যাকে ইচ্ছা তুমি হীন করো। কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয়ই তুমি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।’ (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ২৬)

রাষ্ট্রক্ষমতা আল্লাহর অনুগ্রহ হলেও তা চিরস্থায়ী নয়, কখনো মানুষ এমনভাবে ক্ষমতাচ্যুত হয়, যা তার কল্পনাতীত। তাই যারা ক্ষমতা লাভ করে তাদের দায়িত্ব হলো সুবিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

ইরশাদ হয়েছে, ‘মানুষের মধ্যে এই দিনগুলোর পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই, যাতে আল্লাহ মুমিনদের জানতে পারেন।’ (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৪০)।

শাসকরা যখন আল্লাহর অনুগ্রহ ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করতে না পারে, তারা অত্যাচারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তখন আল্লাহ মানবজাতির স্বার্থে ক্ষমতার পালাবদল ঘটান।

ইরশাদ হয়েছে, ‘আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তা হলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থান, গির্জা, ইহুদিদের উপাসনালয় এবং মসজিদগুলো—যাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম।’ (সুরা : হজ, আয়াত : ৪০)

আল্লাহ শাসক ও শাসিত সবাইকে সুপথ দান করুন।

যে কারণে লোক দেখানো ইবাদত নিন্দনীয়

উম্মে ফারজানা

আপনজন ডেস্ক: আত্মপ্রচার ও প্রদর্শনপ্রিয়তা ইসলামের খুব অপছন্দ। এটা ইসলামের নিষিদ্ধ ‘রিয়া’র অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে খুশি করার নিয়তে কোনো নেক আমল করাকে রিয়া, লৌকিকতা বা লোক-দেখানো কাজ বলে। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ লোক-দেখানো ইবাদত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইরশাদ হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি তার প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের আশা রাখে, সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার প্রভুর ইবাদতে কাউকে অংশীদার না করে।’ (সুরা : কাহফ, আয়াত : ১১০)

অন্য আয়াতে যারা লোক-দেখানো ইবাদত করে তাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে, ‘ধ্বংস সেসব নামাজির জন্য, যারা তাদের নামাজের ব্যাপারে উদাসীন, যারা দেখানো জন্য তা (সালাত আদায়) করে আর যারা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস দেওয়া থেকে বিরত থাকে।’ (সুরা : মাউন, আয়াত : ৪-৭)

রাসুলুল্লাহ (সা.) রিয়াকে ছোট শিরক (আল্লাহর অংশীদার নির্ধারণ) বলেছেন। তিনি বলেন, আমি তোমাদের ব্যাপারে ছোট শিরক নিয়ে যতটা ভয় পাচ্ছি, অন্য কোনো ব্যাপারে এতটা ভীত নই। তাঁরা (সাহাবি) বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, ছোট শিরক কী? তিনি বলেন, রিয়া বা প্রদর্শনপ্রিয়তা। আল্লাহ কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের প্রতিদান প্রদানের সময় বলবেন, ‘তোমরা পৃথিবীতে যাদের দেখাতে তাদের কাছে যাও। দেখো তাদের কাছে তোমাদের কোনো প্রতিদান আছে কি না?’ (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ২২৫২৮)

যে কাজগুলো রিয়া নয়

কিছু কাজ আছে, বাহ্যিকভাবে সেগুলো রিয়া মনে হলেও আসলে সেসব কাজ রিয়া নয়। যেমন : কেউ না চাইতেই মানুষ তার ভালো কাজের প্রশংসা করে।

এটা রিয়া নয়, বরং মুমিনের জন্য আগাম সুসংবাদ। আত্মপ্রচার ছাড়া খ্যাতি অর্জন রিয়া নয়।

কেউ কেউ কখনো কোনো ইবাদতকারীকে দেখে তার মতো ইবাদতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এটা রিয়া নয়। পোশাক-পরিচ্ছদ এবং জুতা সুন্দর ও পরিপাটি করে পরা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদি। এটি রিয়া নয়। ঠিক তেমনি পাপ গোপন রাখা এবং সে সম্পর্কে কাউকে কিছু না বলা রিয়া নয়।

সূরা ইউসুফের শিক্ষা

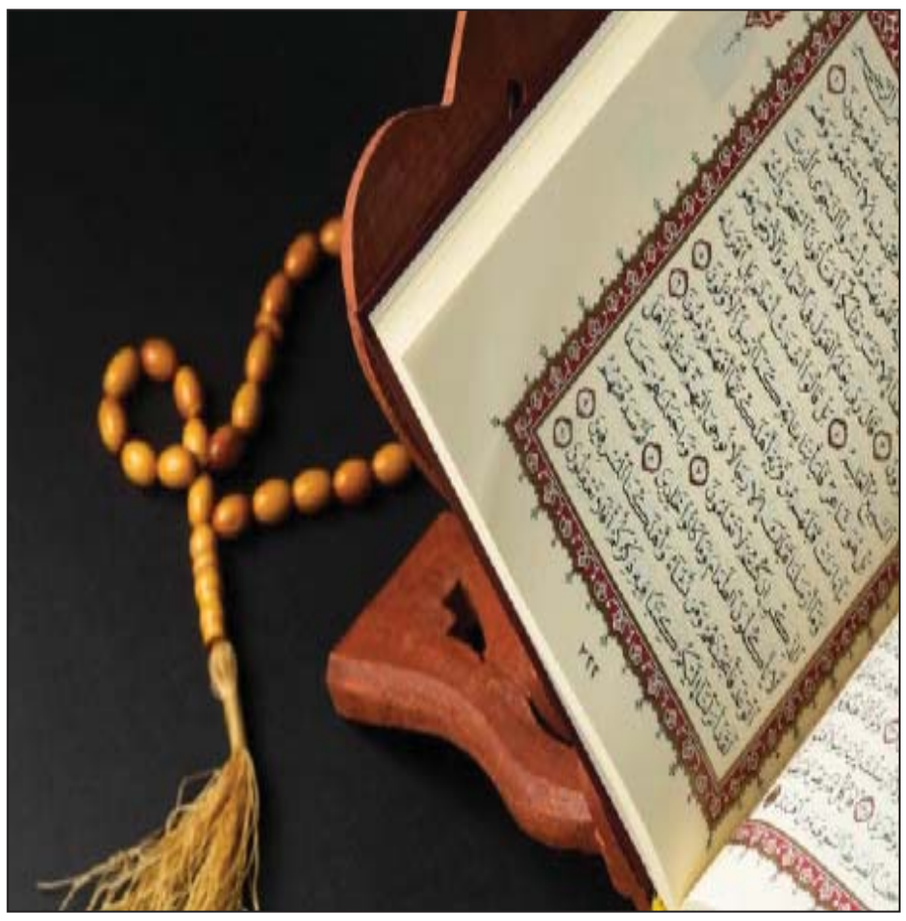

ফেরদৌস ফয়সাল

সূরা ইউসুফ পবিত্র কোরআনের ১২তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ১১১। রুকু ১২টি। সূরা ইউসুফ পবিত্র নগরী মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ সূরায় ধারাবাহিকভাবে হজরত ইউসুফ (আ.)-এর জীবনকথা বর্ণনা করা হয়েছে। তা থেকে আমরা আল্লাহর মহিমা সম্পর্কে জানতে পারি এবং আমাদের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

সূরা ইউসুফের মর্মবস্তু হলো ধৈর্যের সুফল। এ সূরায় মানবজাতির জন্য বিশেষ নির্দেশনা ও শিক্ষা নিহিত রয়েছে।

হজরত ইয়াকুব (আ.)-এর ১২ ছেলে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হজরত ইউসুফ (আ.) ছিলেন অতি রূপবান। তাঁর স্বভাবও ছিল অপূর্ব। ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি হজরত ইয়াকুব (আ.)-এর ভালোবাসা ছিল প্রকাশ্য। এ কারণে ভাইয়েরা তাঁকে হিংসা করতেন। একবার খেলাধুলার কথা বলে ভাইয়েরা তাঁকে কুয়ায় ফেলে দেন। পরে কুয়ার পাশ দিয়ে একটি কাফেলা যাওয়ার সময় তারা পানি নেওয়ার জন্য তাতে বালতি ফেললে ভেতর থেকে ইউসুফ (আ.) বের হয়ে আসেন।

কাফেলার লোকেরা ইউসুফ (আ.)-কে বিক্রি করে দেন। মিসরের এক মন্ত্রী তাঁকে কিনে বাড়িতে নিয়ে যান। ইউসুফ (আ.) যৌবনে পদার্পণ করলে মন্ত্রীর স্ত্রী জোলেখা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেন। ইউসুফ (আ.) তাঁর প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করেন। এ ঘটনার পরম্পরায় ইউসুফ (আ.)-কে জেলে বন্দী করা হয়।

জেলখানায় ইউসুফ (আ.) তাওহিদের দাওয়াত দেন। বন্দীরা তাঁকে সম্মান করত। সে সময় মিসরের বাদশাহ একবার স্বপ্ন দেখেন। বাদশাহর সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারেন না। কিন্তু জেলবন্দী ইউসুফ (আ.) অর্থপূর্ণভাবে সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেন। বাদশাহ এতে সন্তুষ্ট ও উপকৃত হন। ইউসুফ (আ.)-কে তিনি দেশের খাদ্যভান্ডার, ব্যবসা-বাণিজ্য তদারক করার জন্য উজির পদে নিয়োগ করেন।

কিছুদিন পর মিসর ও আশপাশে প্রবল দুর্ভিক্ষ হয়। ইউসুফ (আ.)-এর দুর্ভিক্ষপীড়িত ভাইয়েরা ত্রাণ নিতে মিসর আসেন। ভাইদের সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাতের পর ইউসুফ (আ.) নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁদের বলেন, ‘আমি তোমাদের ভাই ইউসুফ।’ এরপর তাঁরা মা-বাবাসহ মিসরে বসবাস করতে থাকেন।

ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম

জাওয়াদ তাহের

ইসলাম স্বভাবজাত ধর্ম। স্বভাববিরুদ্ধ কোনো কিছুর কথা ইসলাম শিক্ষা দেয়নি। একটি ছোট শিশু এই স্বভাব নিয়ে মায়ের পেট থেকে জন্ম লাভ করে। সত্যকে গ্রহণ করা, মিথ্যাকে ঘৃণা করা তার ভেতরে প্রোথিত থাকে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘সুতরাং তুমি নিজ চেহারাকে একনিষ্ঠভাবে এই দ্বিনের অভিমুখী রাখো। আল্লাহর সেই ফিতরাত অনুযায়ী চলো, যে ফিতরাতের ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। এটাই সম্পূর্ণ সরল দ্বিন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।’ (সুরা : রোম : ৩০)

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষকে এমন যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, সে ইচ্ছা করলেই আপন সৃষ্টিকর্তা ও মালিককে চিনতে পারবে। নবী-রাসুলদের বাতানো পথ সহজেই অনুসরণ করতে পারবে। মানুষের মজ্জাগত এই যোগ্যতাকেই কোরআনে কারিমে ‘ফিতরাত’ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। আর এই যে মজ্জাগত যোগ্যতা আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষকে দান করেছেন। এই যোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষ পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রভাবে সাময়িকভাবে পথ হারিয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু তাকে আল্লাহ তাআলা জন্মগত যে স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তা শেষ হবে না। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী (সা.) ইরশাদ করেন, প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার মাতা-পিতা তাকে ইহুদি বা খ্রিস্টান অথবা অগ্নি উপাসকরূপে রূপান্তরিত করে, যেমন চতুষ্পদ জন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে (জন্মগত) কানকাটা দেখেছ? (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৩০২)

নখ ছোট রাখা

বড় বড় নখ রাখা চতুষ্পদ জন্তুর স্বভাব। এ জন্য যাদের নখ বড় থাকে তাদের ভেতরে সূক্ষ্মভাবে একটা হিংস্রতা ভাব চলে আসে। আর নখ যদি পরিষ্কার থাকে তখন নিজের কাছেও আরাম লাগে, স্বস্তিবোধ অনুভব হয়। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম আদেশ করেছেন, নখ কাটার জন্য। নখ বড় হলেই যেন নিজে থেকে কেটে নেয়। চিকিৎসকরাও অকপটে একথা স্বীকার করেন। এ জন্য তাঁরা নখ বড় রাখতে নিষেধ করেন। কেননা নখের নিচে লুকিয়ে থাকা নোংরা ও জীবাণু মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ।

শরীরের অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার করা

মানুষের স্বভাব, তার সুগন্ধি ভালো লাগে, সে দুর্গন্ধকে ঘৃণা করে ও অপছন্দ করে। গোসল করলে স্বস্তিবোধ করে, আর গোসল না করলে অস্বস্তি বোধ করে। এগুলো মানুষের স্বভাবসিদ্ধ বিষয়। শরীরের অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার করাও মানুষের স্বভাবসুলভ বিষয়।

দীর্ঘদিন কেউ যদি শরীরের অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার না করে, নাভির নিচের পশম কর্তন না করে, এর কারণে তার ভেতর খারাপ লাগা অনুভব হয়। আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, আমাদের জন্য গোঁফ ছাঁটা, নখ কাটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা এবং নাভির নিচের পশম কাটার সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যে ৪০ দিনের বেশি যেন না রাখি। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৪৯২)

৪০ দিনের অধিক না রাখার অর্থ এই নয় যে এর সর্বোচ্চ সময় ৪০ দিন। ৪০ দিনের বেশি যেন না হয়। প্রিয় নবী (সা.) প্রত্যেক জুমার দিন নখ ও গোঁফ কাটতেন। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম হলো প্রত্যেক সপ্তাহে এই কাজগুলো করা। তা সম্ভব না হলে অন্তত ১৫ দিন পর। আর ৪০ দিনের বেশি যেন কোনোভাবেই অতিবাহিত না হয়।

অন্তিম মুহূর্তেও সাহাবাদের অভ্যাস

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, বনু-হারিস ইবনে আমির ইবনে নওফল খুবাইব (রা.)-কে ক্রয় করেন। আর খুবাইব (রা.) হারিস ইবনে আমিরকে বদরের যুদ্ধে হত্যা করেন। এরপর (ঘটনাক্রমে) খুবাইব (রা.) তাদের হাতে বন্দী হন, তখন তারা তাঁকে হত্যা করার জন্য একত্র হয়। তখন খুবাইব (রা.) হারিসের কন্যার কাছে তাঁর লজ্জাস্থানের লোম পরিষ্কার করার জন্য একখানা ক্ষুর চান। সে তখন তাঁকে একখানা ক্ষুর প্রদান করে। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৩০৯৮)

মহান আল্লাহর বিশেষ কল্যাণ লাভ করে যারা

সাখাওয়াত উল্লাহ

মহান আল্লাহ বান্দার চিরকল্যাণকামী। তিনি বান্দার জন্য সহজ চান, কঠিন চান না। সর্বদা বান্দার কল্যাণ চান। আল্লাহ যাদের কল্যাণ চান, তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ইসলামের জন্য অন্তর উন্মুক্ত : আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তার অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করেন।

পবিত্র কোরআনে এসেছে, 'যার বক্ষকে আল্লাহ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে তার রবের দেওয়া জ্যোতির মধ্যে আছে।' (সুরা জুমার, হাদিস : ২২)

বিপদাপদে শান্ত : কখনো কখনো বিপদাপদ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বড় নিয়ামত। তিনি এর মাধ্যমে বান্দাকে পরীক্ষা করেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর অবশ্যই আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, ধন ও প্রাণের ক্ষতির মাধ্যমে এবং ফল-শস্যাদি বিনষ্টের মাধ্যমে।

' (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫৫) আল্লাহ তাআলা কোনো নেককার ব্যক্তির কল্যাণ চাইলে তাকে বিপদে ফেলেন। হাদিসে এসেছে, আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করিম (সা.)-এর কাছে ছিলাম, তখন তিনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁর ওপর আমার হাত রাখলে তাঁর গায়ের চাদরের ওপর থেকেই তাঁর দেহের প্রচণ্ড তাপ অনুভব করলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! কত তীব্র জ্বর আপনার।

তিনি বলেন, আমাদের (নবী-রাসুলদের) অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। আমাদের ওপর দ্বিগুণ বিপদ আসে এবং দ্বিগুণ পুরস্কারও দেওয়া হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! কার ওপর সর্বাধিক কঠিন বিপদ আসে? তিনি বলেন, নবীদের ওপর। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! তারপর কার ওপর? তিনি বলেন, তারপর নেককার বান্দাদের ওপর। তাদের কেউ এতটা দারিদ্র্যপীড়িত হয় যে শেষ পর্যন্ত তার কাছে তার পরিধানের কম্বল ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

তাদের কেউ বিপদে এত শান্ত ও উত্ফুল্ল থাকে, যেমন তোমাদের কেউ ধন-সম্পদ প্রাপ্তিতে আনন্দিত হয়ে থাকে। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪০২৪)

সত্যবাদী সঙ্গী : আল্লাহ যখন কোনো নেতার কল্যাণ চান, তখন তাঁর উত্তম সঙ্গী দান করেন। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা যখন কোনো নেতার জন্য কল্যাণের ফায়সালা করেন, তখন তিনি তাকে সত্যবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ উজির দান করেন। যদি সে (নেতা) কিছু ভুলে যায়, তখন সে (উজির) তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর আমির যদি তা স্মরণ রাখে, তখন উজির তাকে সাহায্য করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা কোনো নেতার জন্য অকল্যাণের ফায়সালা করলে তাকে অযোগ্য উজির দান করেন। ফলে যখন সে (নেতা) কিছু ভুলে যায়, তখন সে (উজির) তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয় না। আর নেতা যদি স্মরণ রাখে, তখন সে তাকে সাহায্য করে না। (আবু দাউদ, হাদিস : ২৯৩২)

দ্বিনের জ্ঞানের অধিকারী : আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বিনের জ্ঞান দান করেন। মুআবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বিনের প্রজ্ঞা দান করেন। আল্লাহই দানকারী আর আমি বণ্টনকারী। (বুখারি, হাদিস : ৭১)

দুনিয়ায় সাময়িক সমস্যা : যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা, তাদের তিনি দুনিয়ায়ই কিছু শাস্তি ভোগ করান, যাতে পরকালে তাঁর সেই বান্দাকে শাস্তি ভোগ করতে না হয়। আনাস (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ যখন তাঁর বান্দার মঙ্গল কামনা করেন, তখন দুনিয়ায় তাকে অতি তাড়াতাড়ি বিপদাপদের সম্মুখীন করা হয়। আর যখন তিনি কোনো বান্দার অকল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তার গুনাহর শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকেন। অবশেষে কিয়ামতের দিন তাকে এর পরিপূর্ণ আজাবে নিপতিত করেন। (তিরমিজি, হাদিস : ২৩৯৬)

সম্পদ ও সন্তান দ্বারা আক্রান্ত : আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ চান, তার নিজের এবং সম্পদ ও সন্তানের ওপর বিপদ দেন। রাসুল (সা.) বলেন, কোনো ব্যক্তির জন্য বিনাশ্রমে আল্লাহর পক্ষ থেকে মর্যাদার আসন নির্ধারিত হলে আল্লাহ তার দেহ, সম্পদ অথবা সন্তানকে বিপদগ্রস্ত করেন। অতঃপর সে তাতে ধৈর্যধারণ করলে শেষ পর্যন্ত বরকতময় মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ওই মর্যাদার স্তরে উপনীত হয়। (আবু দাউদ, হাদিস : ৩০৯০)

নম্র স্বভাবের অধিকারী : আল্লাহ নম্রতাকে ভালোবাসেন। আর তিনি যার কল্যাণ চান, তাকেই এই গুণ দান করেন। রাসুল (সা.) বলেন, আল্লাহ যখন কোনো আহলে বাইতের কল্যাণ চান, তখন তার মধ্যে নম্রতার উদ্রেক ঘটান। (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস : ২৪৪৭১)

মৃত্যুর আগে নেক আমলের সুযোগ লাভ : আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে তার জীবদ্দশায় সৎকাজ করার তাওফিক দান করেন। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, আল্লাহ যখন তাঁর বান্দা সম্পর্কে কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন তাকে আমল করতে দেন। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! কিভাবে তিনি আমল করতে দেন? তিনি বলেন, মৃত্যুর আগে তিনি তাকে নেক আমলের তাওফিক দান করেন। (তিরমিজি, হাদিস : ২১৪২)

মহান আল্লাহ আমাদের কল্যাণময় জীবন দান করুন। আমিন।

সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়

মাইমুনা আক্তার

আপনজন ডেস্ক: পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ও নাশকতা করা অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। মহান আল্লাহ পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না। তাই পবিত্র কোরআনে তিনি তাঁর বান্দাদের এই কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না।

নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না।' (সুরা : কাসাস, আয়াত : ৭৭)

সাধারণত পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা হয় সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও নাশকতা সৃষ্টির মাধ্যমে; ইসলামের দৃষ্টিতে যা জঘন্য হারাম। আর যদি তা মানুষ হত্যার পর্যায়ে চলে যায়, তাহলে তো আরো ভয়ংকর বিষয়। পবিত্র কোরআনে নিরিহ ও নিরপরাধ মানুষকে হত্যা গোটা মানবতাকে হত্যার শামিল বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'এ কারণেই আমি বনি ইসরাঈলের ওপর এই আদেশ দিলাম, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা জমিনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল। আর অবশ্যই তাদের নিকট আমার রাসুলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও এরপর জমিনে তাদের অনেকে অবশ্যই সীমা লঙ্ঘনকারী। (সুরা : মায়েদা, আয়াত : ৩২)

হাদিসের ভাষায় কোনো নিরপরাধ মুসলিমকে হত্যা করাকে কুফরির পর্যায়ের পাপ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, নবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, কোনো মুসলিমকে গাল দেওয়া ফাসেকি কাজ (জঘন্য পাপ) আর কোনো মুসলিমকে হত্যা করা কুফরি। (বুখারি, হাদিস : ৭০৭৬)

ইসলামে সীমালঙ্ঘনকারী ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীর কোনো স্থান নেই, যারা তুচ্ছ দুনিয়ার মোহে পড়ে, অন্যের ক্ষতি করে বেড়ায়, মানুষ হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। মহান আল্লাহ সালেহ (আ.)-এর মাধ্যমে তাঁর উম্মতদের সীমা লঙ্ঘনকারী ও ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'এবং সীমা লঙ্ঘনকারীদের নির্দেশের আনুগত্য করো না, যারা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে এবং শান্তি স্থাপন করে না।

' (সুরা : শুআরা, আয়াত : ১৫১-১৫২)

অতএব, প্রতিটি মুমিনের উচিত, বিশৃঙ্খলা এড়িয়ে চলা। ফিতনা থেকে নিজেদের দূরে রাখা। মহান আল্লাহ সবাইকে তাওফিক দান করুন।

মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

হেশাম আল-আওয়াদি

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

আমরা তাদের সংখ্যা কত ছিল তা জানি না বা তারা অনানুপাতিকভাবে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত কি না তাও জানি না। তাদের সবচেয়ে বিখ্যাত নেতা ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, যিনি বদরের যুদ্ধের পর অনিচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

সমস্যা সৃষ্টিকারীদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য নবী প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এবং সৃষ্ট সমস্যার প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন, কখনো কখনো তার সাথে আলোচনায় বসা, কখনো কখনো তাকে উপেক্ষা করা এবং কখনো কখনো কাউকে মদিনা থেকে বহিষ্কার করা।

ভিন্ন মত পোষণকারী অন্যরা মদিনার সংবিধানকে চ্যালেঞ্জ করে এবং মদিনার নিরাপত্তার প্রতি হুমকি দেয়, যেমন অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ উপজাতি কায়নুকা।

মদিনার সোনার বাজারে তারা আধিপত্য বিস্তার করে।

মুহাম্মদ সা: বদর যুদ্ধ থেকে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসার পর, তিনি কায়নুকাকে মদিনার সংবিধান লঙ্ঘনের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেন, আর এ ব্যাপারে কায়নুকা গোত্রের নেতা বিদ্বেষপূর্ণভাবে জবাব দেন এই বলে যে 'আপনি এমন লোকদের মুখোমুখি হয়েছেন যারা (মক্কাবাসীদের) লড়াই করতে জানেন না।

আপনি যদি আমাদের সাথে লড়াই করেন তবে আপনি শিখবেন যে আমরা কী করি। '

কায়নুকারা সুদ নিষিদ্ধ করার জন্য মুহাম্মদ সা:-এর পদক্ষেপে বিচলিত হয়ে পড়ে তারা ছিল অনেকটা আধুনিক দিনের মহাজনী দোকানদারের মতো। মদিনার স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা মরিয়া হয়ে ঋণগ্রহীতাদের জন্য শেষ অবলম্বন বন্ধক দিয়ে ঋণদাতা হয়ে উচ্চ সুদে লাভবান হয়েছিল।

মুসলমানরা সুদমুক্ত বাজার সৃষ্টি করলে তাদের সুদের শোষণ হুমকির মুখে পড়ে।

কায়নুকাতে কিছু পুরুষ একজন মুসলিম মহিলাকে যৌন হয়রানি করার পরে সঙ্ঘাত ছড়িয়ে পড়ে এবং এরপরই একজন মুসলিম পুরুষকে তারা পিটিয়ে হত্যা করে। কায়নুকা গোত্র নিহত ব্যক্তির পরিবারকে রক্ত মূল্য দিতে অস্বীকার করে এবং মুহম্মদ সা: ও তার বাহিনীকে মদিনা থেকে বহিষ্কার করার জন্য তাদের বাহিনীকে একত্র করে, আর স্থানীয়দের নিরাপত্তার জন্য তারা এক বড় হুমকি হয়ে দেখা দেয়।

দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা

নেতৃত্ব দান এবং পরিচালনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

নেতৃত্ব একটি নির্দিষ্ট ভিশন বা দর্শন, অন্য দিকে ব্যবস্থাপনা এই দৃষ্টিভঙ্গির অর্জনের তত্ত্বাবধান করে।

মুহাম্মদ সা: একসাথে নেতৃত্ব ও পরিচালনার দক্ষতা প্রদর্শন করেন, যার অর্থ তিনি একটি দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখেছিলেন এবং তারপর এটি বাস্তবায়নে অবদান রেখেছিলেন।

মুহাম্মদ সা: অন্যদের নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন উদাহরণস্বরূপ, যারা সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বা মদিনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এবং তার অনুপস্থিতিতে এর কার্যাবলি চালান তাদের জন্য তিনি এই প্রশিক্ষণ দেন।

আমরা মুহাম্মদ সা:-এর নেতৃত্বের অন্যান্য উদাহরণ এবং তিনি কিভাবে বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন সে সম্পর্কে জানব।

এর লক্ষ্য সামরিক অভিযানের বিশদ বিবরণ অনুসন্ধান করা নয়, বরং মুহাম্মদ সা:-এর ধারণা এবং অনুশীলনগুলো দেখা, যা প্রতিকূলতার মুখে নেতৃত্ব প্রদর্শন করেছিল। বদর দিয়ে শুরু করা যাক।

(ক্রমশ...)

দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করায় সুরা আর রাহমানে

ফেরদৌস ফয়সাল

সুরা আর রাহমান কোরআনের প্রসিদ্ধ একটি সুরা। এই সুরায় ফাবি আইয়ি আলা ইরাব্বিকু মা তুকাজ্জিবান' আয়াতটির পুনরাবৃত্তি রয়েছে। এর অর্থ, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে।' এখানে 'তোমরা' বলতে জিন ও মানবজাতিকে বোঝানো হয়েছে। সুরা আর রহমান খুব সহজে মুখস্থ করা যায়। এর বিষয়গুলোর ক্রমবিন্যাসের ধারাটি দেখা যাক।

সুরা আর রাহমান কোরআনের ৫৫ তম সুরা, এর আয়াতসংখ্যা ৭৮। সুরা আর-রহমানে ৫টি বিষয়বস্তু রয়েছে: ১. কোরআন, ২. আল্লাহর সৃষ্টি দুনিয়ার উপহার, ৩. বিচারদিবস ও জাহান্নাম, ৪. প্রথম জান্নাত, এবং ৫. দ্বিতীয় জান্নাত। এই সুরার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এতে জিন ও মানবজাতি উভয়কে উদ্দেশ্য করে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এই সুরায় সবকিছু যুগ্মভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন মানুষ এক প্রজাতির যুগল।

জান্নাতের বর্ণনা যুগ্মভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বাগানের কথাও দুইবার বলা হয়েছে।

কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার পরেও অস্বীকার করে; যারা তাদের চারপাশে তাকিয়ে দেখে না, তাদের অসংখ্য নেয়ামত দেওয়ার পরে ও তারা কৃতজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে না। তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেছেন 'তোমরা আর কত অকৃতজ্ঞ হবে?' আল্লাহ বলছেন, 'তোমরা আর কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?' প্রথমটি হলো কোরআন। আল্লাহ কোরআনকে শিক্ষাদানের জন্য উপহার দিয়েছেন। আর রহমান, তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন–এটাই হলো এর প্রথম সারকথা। যারা এই কিতাবের বিস্ময়কে অস্বীকার করে, তারা কোনো কিছুর বিস্ময়কেই স্বীকার করে না। তারা তাদের চারপাশের প্রশংসা করে না। অথচ আমাদের ঘিরে আছে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি করা চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্র এবং গাছপালায় সজ্জিত অনুপম পৃথিবী।

তৃতীয় বিষয় মূলত বিচার দিবস। সেদিন তিনি মানুষ ও জিনকে একত্র করবেন। 'সানাফরুগু লাকুম আইয়্যু হাছছাক্বলান'। বিশাল জমায়েত ও দুটি বিপুল গোষ্ঠীকে তিনি একত্রে উপস্থিত করবেন। বিচার দিবস শুরু হয়ে গেছে। আকাশ বিদীর্ণ হয়ে পড়ছে, পৃথিবী বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে–এসব মহাপ্রলয়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অপরাধীরা তখন ছুটে পালাচ্ছে। অপরাধীদের জিজ্ঞেসও করতে হচ্ছে না। চেহারা ও অবস্থা দেখেই তাদের চেনা যাচ্ছে। তারপর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে। অপরাধীদের হিঁচড়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এটি এ সুরার নিষ্করুণ চিত্র। অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে যে সুরা আল্লাহর নাম 'আর রাহমান' দিয়ে শুরু করলেন–যিনি পরম ক্ষমাপরায়ণ, যত্নশীল ও দয়ালু–সে সুরার মাঝখানে তিনি জাহান্নামের এতটা ভয়ংকর চিত্র তুলে ধরলেন কেন? আসলে এটি আল্লাহর করুণা প্রদর্শণের একটি পথরেখা। কারণ জাহান্নাম আছে। তাই আগে থেকেই জাহান্নাম সম্পর্কে জানা থাকা প্রয়োজন, যাতে আমরা এর থেকে আল্লাহ্‌র দয়া পেতে পারি। এই দয়াই তো আল্লাহর দেওয়া উপহার। আগে জানা থাকলে নিজেকে আমরা এর থেকে রক্ষা করতে পারি।

জাহান্নামের পরে জান্নাতের বর্ণনার শুরু। 'আর যে তার রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় করে তার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত।' প্রথমে আল্লাহ ভয় দেখিয়েছেন। তারপর বলছেন, সেই ভয় যদি আমাদের চিত্তকে সরল পথে চালিত করতে পারে, তাহলে আছে জান্নাত।

এই সুরার জান্নাতের বর্ণনা দুটি অংশে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম অংশে আছে কোরআন নাজিলের মহিমা বর্ণনা; দ্বিতীয় অংশে আল্লাহর দেওয়া দুনিয়ার উপহারের সৌন্দর্য বর্ণনা।

যারা আল্লাহর বর্ণনা করা এসব বিষয়কে অস্বীকার করে তাদের পরিণাম বিচার দিবসের পর জাহান্নামের আগুন। আর যারা তাঁর সতর্কবাণী শুনে ভয় পায় তাদের জন্য রয়েছে দুটি বাগান। এর পর বাগানের বর্ণনার শুরু। সে বাগানে আছে চমৎকার সব ফলফলাদি, আনতনয়না তরুণী, আর উচ্ছল ঝরনাধারা।

তারপর বলা হয়েছে সেখানে থাকবে পবিত্র ও মনোরমা নারী। তাঁবুর জেনানায় থাকবে হুর, যাদেরকে কেউ কখনো স্পর্শ করেনি। ওরা বসবে সুন্দর গালিচা বিছানো সবুজ চাদরে হেলান দিয়ে। এটি দ্বিতীয় জান্নাতের বর্ণনা।

দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই সুরায় বান্দাদের আল্লাহর প্রতি ইমান আনার আহ্বান জানিয়েছেন

বদলে দিতে পারে জীবনে চলার ধরন সুরা লোকমানের উপদেশগুলো

আপনজন ডেস্ক: সুরা লোকমান পবিত্র কোরআনের ৩১তম সুরা। সুরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। এতে ৪ রুকু, ৩৪ আয়াত। যারা নামাজ পড়ে, জাকাত দেয় এবং পরলোকে বিশ্বাস করে, তাদের জন্য পবিত্র কোরআন একটি একক কিতাব ও পথনির্দেশক। লোকমান হাকিম একটি পরিচিত নাম।লোকমান স্বীয় পুত্রের প্রতি আল্লার একত্ব বা তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার, মা-বাবার সেবা, নামাজ আদায়, জাকাত প্রদান ও বিপদে ধৈর্য ধারণ সম্পর্কে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন, তা উল্লেখ করা হয়েছে। অহংকার না করা, সংযতভাবে চলাফেরা এবং নম্রভাবে কথা বলার জন্য উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে, গলার আওয়াজের মধ্যে গর্দভের গলাই সবচেয়ে শ্রুতিকটু।

লোকমান তার ছেলেকে উপদেশ দিয়েছিলেন। উপদেশগুলো বদলে দিতে পারে জীবনে চলার ধরন।

উপদেশ-১: আল্লাহর কোনো শরিক কোরো না । আল্লাহর শরিক করা তো চরম সীমালঙ্ঘন।

উপদেশ-২: নামাজে দাঁড়ালে অন্তরের হেফাজত করা। নামাজে দাঁড়ালে তখন মনকে স্থির রাখা কষ্ট হয়ে পড়ে। ধরা যাক কোনো একটা জিনিস হারিয়ে ফেলেছেন। অনেক খুঁজেও পাননি। দেখা যায়, নামাজে দাঁড়াতেই মনে পড়ে, জিনিসটা অমুক জায়গায় শয়তান মনকে স্থির থাকতে দেয় না। নামাজে দাঁড়ালেই সারা দিনের হিসাব কষে। নামাজে দাঁড়ালে কাজের রুটিন তৈরি করে। লোকমান হাকিম বলেন, নামাজের সময় অন্তরের হেফাজত কর।

উপদেশ-৩: খাবার ধীরেসুস্থে খাওয়া। তাড়াহুড়ো করে খাবার খেতে গিয়ে গলায় আটকে যায় অথবা খাবার ওপরে উঠে নাক জ্বালাপোড়া করে। একটু অসতর্কতায় বড় বিপদ ডেকে নিয়ে আসতে পারে। এজন্য লোকমান হাকিম খাওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করতে নিষেধ করেছেন।

উপদেশ-৪ : অন্যের ঘরে গিয়ে এদিক-ওদিক না তাকানো। এ অভ্যাস থাকলে দূর করা উচিত। লোকমান হাকিম বললেন, অন্যের ঘরে যেন চোখের হেফাজত করে। আপনার জন্য তারাও যেন লজ্জিত না হয় আপনিও যাতে লজ্জিত না হন।

উপদেশ-৫: কথা বলা বা ভাষণ দেওয়ার সময় নিজেকে সংযত রাখা। অসতর্কভাবে কথা বললে বিপদ হতে পারে। বেশি কথা বললে নিজের মর্যাদার হানী হয়।

উপদেশ-৬: মৃত্যুকে এক মুহূর্তের জন্যও না ভুলে যাওয়া। মৃত্যুর কথা স্মরণ রাখা। কারণ যে কোনো সময় মৃত্যু চলে আসতে পারে।

উপদেশ-৭: আল্লাহকে স্মরণ করা। আল্লাহ বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ কোরো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৫২)। যার অন্তরে সব সময় আল্লাহর জিকির থাকবে, যার জিভ সব সময় আল্লাহর জিকিরে ব্যস্ত থাকবে, আল্লাহ তাঁকে প্রিয় বান্দাদের কাতারে শামিল করে নেবেন।

উপদেশ-৮ : কারো উপকার করলে সেটা একেবারের জন্য ভুলে যাওয়া । কেউ কারও কাছে সহজে হাত পাতে না; অভাবে পড়ে কিংবা বিপদে পড়ে মানুষ সাহায্য চায়। উপকার করলে তা নিয়ে খোঁটা দেওয়া যাবে না।

উপদেশ-৯ : কেউ আঘাত দিয়ে থাকলে ভুলে যেতে হবে।

মসজিদ-ই-নববীতে প্রতিদিন ৩০ টন সুগন্ধি ব্যবহার

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের পবিত্র মসজিদ-ই-নববী ইসলামের দ্বিতীয় সম্মানিত স্থান। লক্ষাধিক মুসল্লির ধারণক্ষমতাসম্পন্ন মসজিদটি পরিচ্ছন্ন রাখতে প্রতিদিন ১১৫ টন জীবাণুমুক্ত পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এরপর তাতে ৩০ হাজার লিটার (৩০ টন) সুগন্ধি ব্যবহার করা হয়।

মসজিদ-ই-নববীর পরিচালনা বিভাগের ডেপুটি চিফ ফাওজি আল হুজাইলি বলেন, পবিত্র এই মসজিদ জীবাণুমুক্ত রাখতে প্রতিদিন নানা কর্মসূচি পালিত হয়। প্রতিদিন এখানে ৩০ টন পর্যন্ত সুগন্ধি ব্যবহৃত হয়। আর মেঝে জীবাণুমুক্ত রাখতে ১১০ টন ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া ছয় শতাধিক সরঞ্জাম দিয়ে জীবাণুমুক্তকরণ ও মেঝে পরিষ্কারের কাজ করা হয়। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মীরা এসব কাজ সম্পন্ন করেন।

বিশ্বের অসংখ্য মুসলিম প্রতিদিন ওমরাহ করতে মক্কার পবিত্র মসজিদুল হারামে যান। এর আগে বা পরে তাঁরা পবিত্র মসজিদ-ই-নববীতে রওজা শরিফ জিয়ারত করতে মদিনায় আসেন। গত মাসের এক সপ্তাহে অর্ধকোটির বেশি মুসল্লি এ মসজিদে নামাজ পড়েন। করোনা-পরবর্তী সর্ববৃহৎ হজের পর গত জুলাই মাসে ওমরাহর চলতি মৌসুম শুরু হয়। এবার এক কোটির বেশি মুসল্লির আগমনের আশা করছে সৌদি আরব।

উল্লেখ্য, আগামী বছরের ১৪ জুন পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। সেই হিসাবে ১ মার্চ (২০ শাওয়াল) হজের ভিসা ইস্যু শুরু হয়ে ২৯ এপ্রিল শেষ হবে। ৯ মে (১ জিলকদ) থেকে সৌদি আরবে হজযাত্রীদের গমন শুরু হবে। গত বছরের জুনে করোনা-পরবর্তীকালের সর্ববৃহৎ হজ অনুষ্ঠিত হয়।

এতে ১৮ লাখ ৪৫ হাজার ৪৫ জন অংশ নেন, যার মধ্যে ১৬ লাখ ৬০ হাজার ৯১৫ জন বিদেশি হজযাত্রী।

মেসি পিএসজির প্রতি সম্মান দেখায়নি: পিএসজি সভাপতি

আপনজন ডেস্ক: পিএসজি ছাড়ার পর ক্লাবটির প্রতি 'সম্মান' দেখাননি লিওনেল মেসি, এমন কথাই বলেছেন নাসের আল খেলাইফি। পিএসজি সভাপতি গতকাল ফরাসি রেডিও আরএমসির সঙ্গে আলাপচারিতায় আর্জেন্টাইন তারকাকে নিয়ে এমন নেতিবাচক মন্তব্য করেন।
আমি তাকে (মেসি) অনেক সম্মান করি। কিন্তু কেউ যদি পিএসজি ছেড়ে যাওয়ার পর ক্লাবটি নিয়ে বাজে কথা বলে, তাহলে সেটি ভালো নয়। এটা সম্মান দেওয়া হলো না। সে মানুষ হিসেবে খারাপ নয়, কিন্তু ব্যাপারটা আমার ভালো লাগেনি। আর এই কথাটা শুধু তার জন্য নয়, সবার জন্যই।' খেলাইফি আরও বলেছেন, 'আমি চাই, খেলোয়াড়েরা সেখানে (পিএসজি) থাকতে কথা বলুক, চলে যাওয়ার পর নয়। এটা আমাদের ধরন নয়।'
পিএসজিতে কাটানো দুই মৌসুম নিয়ে গত বছর আগস্টে মুখ খুলেছিলেন মেসি। মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে প্রথম আলাপচারিতায় বলেছিলেন, 'আগেই বলেছি, আমি প্যারিসে যেতে চাইনি, বার্সেলোনাও ছাড়তে চাইনি। ব্যাপারগুলো হঠাৎ করেই ঘটে গেল। আর আমাকেও এমন জায়গায় মানিয়ে নিতে হয়েছে, যে জায়গাটা আমি এত দিন যেখানে যেভাবে বেড়ে উঠেছি, তার চেয়ে একদমই আলাদা। সেটা খেলাধুলা এবং শহর—দুটি দৃষ্টিকোণ থেকেই। এটা আমার জন্য কঠিন ছিল, তবে এখন (মায়ামিতে) যা ঘটছে, ব্যাপারটা তার উল্টো।'
পিএসজি ছাড়ার পর ক্লাবটির প্রতি 'সম্মান' দেখাননি লিওনেল মেসি, এমন কথাই বলেছেন নাসের আল খেলাইফি। পিএসজি সভাপতি গতকাল ফরাসি রেডিও আরএমসির সঙ্গে আলাপচারিতায় আর্জেন্টাইন তারকাকে নিয়ে এমন নেতিবাচক মন্তব্য করেন।
আমি তাকে (মেসি) অনেক সম্মান করি। কিন্তু কেউ যদি পিএসজি ছেড়ে যাওয়ার পর ক্লাবটি নিয়ে বাজে কথা বলে, তাহলে সেটি ভালো নয়। এটা সম্মান দেওয়া হলো না।
লিওনেল মেসি
বার্সেলোনা ছেড়ে ২০২১ সালে পিএসজিতে যোগ দেন মেসি। ফরাসি ক্লাবটিতে দুই মৌসুম কাটিয়ে ৭৫ ম্যাচে ৬৭ গোল করেন, দুবার জিতেছেন ফরাসি লিগও। কিন্তু যে লক্ষ্য নিয়ে মেসিকে এনেছিল পিএসজি, সেই আরাধ্য চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে পারেনি। ক্লাবটির সমর্থকেরা অনেকবারই মাঠে দুয়ো দিয়েছেন মেসিকে।
আর্জেন্টাইন এই ফরোয়ার্ড নিজেও এর আগে ক্লাবটির হয়ে খেলার সময় নিজের অসন্তোষের কথা বলেছেন। গত বছর ক্লাব কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে সৌদি আরবে যাওয়ায় মেসিকে নিষিদ্ধও করেছিল পিএসজি। শেষ পর্যন্ত গত বছর জুলাইয়ে পিএসজি ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন মেসি।

বুমরা-সিরাজরা এগোলেন টেস্ট ক্রমতালিকায়ও

আপনজন ডেস্ক: নিউল্যান্ডসের উইকেটে পুরো ফায়দা লুটেছিলেন ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার পেসাররা। ব্যাটসম্যানদের জীবন অতিষ্ঠ করে ক্রিকেট ইতিহাসের সংক্ষিপ্ততম টেস্ট উপহার দিয়েছেন তাঁরা। আজ প্রকাশিত সর্বশেষ আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়েও প্রভাব পড়েছে সেটির। কেপটাউন টেস্টের পারফরম্যান্স দিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ে বলার মতো এগিয়েছেন যশপ্রীত বুমরা, মোহাম্মদ সিরাজ ও লুঙ্গি এনগিডি। কেপটাউন টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেট নেওয়া ভারতীয় পেসার যশপ্রীত বুমরা সতীর্থ রবীন্দ্র জাদেজাকে পেছনে ফেলে উঠে এসেছেন চারে। এক ধাপ এগিয়েছেন বুমরা।
ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া আরেক ভারতীয় পেসার মোহাম্মদ সিরাজ উঠে এসেছেন ক্যারিয়ারসেরা অবস্থানে। ১৩ ধাপ এগিয়ে সিরাজ উঠে এসেছেন ১৭ নম্বরে। দক্ষিণ আফ্রিকার এনগিডি ৯ ধাপ এগিয়ে উঠেছেন ২৮ নম্বরে।
টেস্টে বোলিং র‍্যাঙ্কিংে দুইয়ে উঠে এসেছেন প্যাট কামিন্স
টেস্টে বোলিং র‍্যাঙ্কিংে দুইয়ে উঠে এসেছেন প্যাট কামিন্সএএফপি
তবে ওই ম্যাচে ৪ উইকেট নিলেও পিছিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার আরেক পেসার কাগিসো রাবাদা। তাঁকে তিনে ঠেলে দুইয়ে উঠে এসেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্যাট কামিন্স। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক সিডনি টেস্টে ৬ উইকেট নেওয়ার পুরস্কার পেয়েছেন।
সিডনিতে ৫ উইকেট নেওয়া কামিন্সের সতীর্থ জশ হ্যাজলউড চার ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন সাতে। হ্যাজলউডের কারণে অবশ্য শীর্ষ ১০ থেকে ছিটকে গেছেন তাঁর সতীর্থ নাথান লায়ন। এক ধাপ পিছিয়ে ১১-তে নেমেছেন এই অফ স্পিনার।
সিডনিতে দুই ইনিংসেই ৫০ ছাড়ানো অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যান মারনাস লাবুশেন তিন ধাপ এগিয়ে উঠেছেন চারে। ব্যাটিংয়ে ১০ ধাপ এগিয়ে ১৭-তে উঠেছেন পাকিস্তানের উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ রিজওয়ান।
নিউল্যান্ডসের মাইনফিল্ডে অসাধারণ এক সেঞ্চুরি পাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটসম্যান এইডেন মার্করাম ৯ ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ২০তম স্থানে।
এগিয়েছেন ভারতের দুই অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাও। কোহলি তিন ধাপ এগিয়ে উঠেছেন ছয়ে, চার ধাপ এগিয়ে রোহিত উঠেছেন ১০-এ।
ব্যাটিং, বোলিং ও অলরাউন্ডার—তিন বিভাগেই শীর্ষে কোনো পরিবর্তন নেই। নিউজিল্যান্ডের কেইন উইলিয়ামসন, ভারতের রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজা ধরে রেখেছেন নিজেদের জায়গা।

যে 'অপরাধে' ভারত দল থেকে বাদ পড়লেন কিষান ও আইয়ার

আপনজন ডেস্ক: ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি সিরিজে এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ওয়ানডে সিরিজে শ্রেয়াস আইয়ার ছিলেন ভারতের সহ-অধিনায়ক। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেই সিরিজে তিন ম্যাচ খেলে দুটি অর্ধশতক করেন ঈশান কিষান। অথচ আগামীকাল আফগানিস্তানের বিপক্ষে শুরু হতে যাওয়া তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে কিষান, আইয়ারের কেউই ভারতীয় দলে নেই!
না, কিষান ও আইয়ার চোটে পড়েননি। অনেকে মনে করতে পারেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বছর হওয়ায় নির্বাচক ও টিম ম্যানেজমেন্ট অনেককেই বাজিয়ে দেখতে চাইছে। তাই কিষান-আইয়ারকে বিশ্রাম দিয়ে অন্যদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা এমন কিছু নয়।
ভারতের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের দাবি, শাস্তিস্বরূপ কিষান ও আইয়ারকে আফগানিস্তান সিরিজের দলে রাখা হয়নি। প্রায় ১৪ মাস পর রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে ফেরার খবরে কিষান-আইয়ারের বাদ পড়ার কারণ অনেকটাই আড়ালে চলে গিয়েছিল।
তা কী অপরাধ করেছেন তাঁরা?
দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের টেস্ট দলে কিষানকে রেখেছিলেন অজিত আগারকারের নেতৃত্বাধীন ভারতের নির্বাচক প্যানেল। তবে সিরিজ শুরুর সপ্তাখানেক আগে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে বাড়িতে ফেরার কথা বলে বিসিসিআইয়ের কাছে ছুটি চেয়ে নেন। কিন্তু ২৫ বছর বয়সী উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান দেশে না ফিরে যান দুবাইয়ে। সেখানে মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে একটি পার্টিতে মৌজ-মাস্তিতে মেতে ওঠেন।
এরপর দেশে ফিরে 'কৌন বানেগা ক্রোড়পতি' (কে হতে চায় কোটিপতি) নামের টিভি কুইজ শোতে অংশ নেন। সেখানে কিষানের সঙ্গে ছিলেন ভারতের নারী ক্রিকেট দলের ওপেনার স্মৃতি মান্দানা। জনপ্রিয় এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালক বিখ্যাত বলিউড অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন।
বাড়ি ফেরার কথা বলে পার্টি ও কুইজ শোতে অংশ নেওয়াকে কিষানের 'মিথ্যাচার' মনে হচ্ছে নির্বাচক কমিটির প্রধান আগারকারের। যে কারণে শাস্তি হিসেবে তাঁকে আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ থেকে বাদ দেওয়া হয়।
স্মৃতি মান্দানাকে সঙ্গে নিয়ে অমিতাভ বচ্চনের 'কৌন বানেগা ক্রোড়পতি' কুইজ শোতেও অংশ নেন ঈশান কিষান
স্মৃতি মান্দানাকে সঙ্গে নিয়ে অমিতাভ বচ্চনের 'কৌন বানেগা ক্রোড়পতি' কুইজ শোতেও অংশ নেন ঈশান কিষানএক্স
আইয়ারের বাদ পড়ার কারণ আলাদা। ২৯ বছর বয়সী এই মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে দুটি টেস্টেই খেলেছেন। কিন্তু চার ইনিংস মিলিয়ে করেছেন মাত্র ৪১ রান। আইয়ারের শট বাছাই নিয়ে তাঁর ওপর বেজায় চটেছিলেন নির্বাচকেরা। যে কারণে সফর শেষে দেশে ফিরেই আইয়ারকে রঞ্জি ট্রফিতে খেলতে বলেছিলেন। কিন্তু আইয়ার নির্বাচকদের কথায় রাজি হননি। মুম্বাইয়ের এ ব্যাটসম্যান প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে বিশ্রাম চান। বিসিসিআই তাদের প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্ট রঞ্জি ট্রফিকে সব সময়ই গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। অথচ সেই টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডে খেলতে আইয়ার অনীহা দেখানোয় শাস্তি হিসেবে তাঁকেও আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে বিবেচনা করেননি আগারকার।
আগারকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি কড়া ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, যাঁরা টেস্ট ও প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটকে গুরুত্বসহকারে নেবেন না, জাতীয় দলের কোনো সংস্করণেই তাঁদের জায়গা হবে না।
ভারতের নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগারকার
নির্বাচকেরা আরও জানিয়েছেন, শুবমান গিলের কঠোর পরিশ্রম ও রিংকু সিংয়ের পারফরম্যান্স তাঁদের নজর কেড়েছে। সম্প্রতি টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডেতে অভিষেক হওয়া রিংকু শিগগিরই টেস্ট দলেও সুযোগ পাবেন।
আইয়ার অবশ্য রঞ্জি ট্রফির দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে খেলবেন। আগামী শুক্রবার শুরু হতে চলা অন্ধ্র প্রদেশের বিপক্ষে ম্যাচে তাঁকে দলে রেখেছে মুম্বাই। তবে কিষান তাঁর রাজ্য দল ঝাড়খন্ডের হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে খেলবেন কি না, এখনো জানা যায়নি।

রশিদকে ছাড়াই ভারতের বিপক্ষে ভালো খেলার আশা আফগানদের

আপনজন ডেস্ক: ভারত-আফগানিস্তান টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে আগামীকাল। আফগানিস্তানের জন্য তিন ম্যাচের সিরিজটা বড় উপলক্ষই। টি-টোয়েন্টিতে ভারতের বিপক্ষে এটাই আফগানদের প্রথম দ্বিপক্ষীয় সিরিজ। সে সিরিজটা দলের সবচেয়ে বড় তারকা রশিদ খানকে ছাড়াই খেলতে হবে আফগানিস্তানকে। দলটির অধিনায়ক ইব্রাহিম জাদরান আজ জানিয়েছেন, চোটে ভোগা লেগ স্পিনারকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাচ্ছেন না তাঁরা।
রশিদ অবশ্য মাঠের বাইরে অনেক দিন থেকেই। মাস দুয়েক আগে পিঠের চোটের কারণে অস্ত্রোপচারের টেবিলে উঠতে হয়েছিল ২৫ বছর বয়সী রশিদকে। পুরোপুরি সেরে না উঠলেও রশিদকে নিয়েই ভারতে গেছে আফগানিস্তান। সেখানে গত কয়েক দিনে তাঁকে অনুশীলনে বোলিংও করতে দেখা যায়। কিন্তু দলটির অধিনায়ক জানালেন, এখনই খেলার মতো অবস্থায় নেই রশিদ।
৮২টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলে ১৩০টি উইকেট পেয়েছেন রশিদ। এই সংস্করণে ভারতের মাটিতে তাঁর পরিসংখ্যানও দুর্দান্ত—২২ ম্যাচে ৪৭ উইকেট। তবে এই ২২ ম্যাচের একটিও ভারতের বিপক্ষে ছিল না।
আজ চণ্ডীগড়ে ম্যাচ-পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে জাদরান কথা বলেন রশিদকে নিয়ে, 'সে পুরোপুরি ফিট নয়, তবে সে দলের সঙ্গেই থাকবে। আশা করছি, সে আমাদের প্রত্যাশামতো খুব শিগগিরই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে। সে তার চিকিৎসকের সঙ্গে পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এই সিরিজে আমরা তাকে পাচ্ছি না।'
৮২টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলে ১৩০টি উইকেট পেয়েছেন রশিদ। এই সংস্করণে ভারতের মাটিতে তাঁর পরিসংখ্যানও দুর্দান্ত—২২ ম্যাচে ৪৭ উইকেট। তবে এই ২২ ম্যাচের একটিও ভারতের বিপক্ষে ছিল না। রশিদ ভারতের বিপক্ষে যে দুটি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন, দুটিই হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে। বিশ্বকাপ ও এশিয়া কাপের সেই দুই ম্যাচে ৮ ওভারে ৬৯ রান দিয়ে উইকেটশূন্য ছিলেন রশিদ।
সেই রশিদকে না পেলেও জাদরানের মতে, তাঁর দলের শক্তি খুব একটা কমেনি, 'রশিদ না থাকলেও আস্থা রাখার মতো কিছু খেলোয়াড় কিন্তু আমাদের আছে। আমি বলতেই পারি, তারা ভালো ক্রিকেট খেলবে। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। যদিও রশিদকে ছাড়া খেলাটা একটু কষ্ট হবে, কারণ ওর অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য অনেক কিছু। কিন্তু এটা ক্রিকেট, আর এখানে এমন পরিস্থিতি সামলাতে প্রস্তুত থাকতে হবে।'
রশিদের অনুপস্থিতিতে আফগানদের স্পিন-আক্রমণ সামলাবেন মুজিব উর রেহমান ও নুর আহমেদ। এ ছাড়া অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবী তো আছেনই।
ভারতের মাটিতে ভারতের বিপক্ষে খেলাটা কঠিন কাজ। তবে আমরা এখানে তাদের বিপক্ষে ভালো খেলতে ও নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ দিতেই এসেছি। আমাদের ভালো মানের টি-টোয়েন্টি খেলোয়াড়ের তো অভাব নেই। ইব্রাহিম জাদরান, আফগানিস্তান অধিনায়ক
ভারতের বিপক্ষে তাদের মাটিতে খেলা কতটা কঠিন, সেটি সফরকারী দলগুলোর জানা। আফগানরাও ব্যতিক্রম নয়। ২০১৮ সালে বেঙ্গালুরুতে টেস্ট অভিষেকে ভারতের কাছে মাত্র দুই দিনেই হেরেছিল তারা। আফগান অধিনায়ক তবু আশাবাদী তাঁর দল নিয়ে, 'ভারতের মাটিতে ভারতের বিপক্ষে খেলাটা কঠিন কাজ। তবে আমরা এখানে তাদের বিপক্ষে ভালো খেলতে ও নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ দিতেই এসেছি। আমাদের ভালো মানের টি-টোয়েন্টি খেলোয়াড়ের তো অভাব নেই। আর ছেলেরা খেলছেও ভালো। আমি তাই নিশ্চিত ওরা ভালো খেলবে। ভারতের বিপক্ষে ভালো একটা সিরিজই খেলব আমরা।'
তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ম্যাচটি আগামীকাল মোহালিতে। পরের দুটি ম্যাচ ১৪ ও ১৭ জানুয়ারি ইন্দোর ও বেঙ্গালুরুতে।

ম্যারাডোনার দেয়ালচিত্র ধ্বংস নিয়ে নেপলসবাসীর বাধার মুখে আবাসন কর্তৃপক্ষ

আপনজন: নেপলস, ডিয়েগো ম্যারাডোনার স্মৃতিবিজড়িত শহর। ১৯৮০-এর দশকের শেষ দিকে পিছিয়ে থাকা ইতালিয়ান এই শহরকে ফুটবল-দুনিয়ার আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছিলেন অনেকের মতে সর্বকালের সেরা এই ফুটবলার। ম্যারাডোনার ছোঁয়ায় নাপোলিও ইতালির অন্যতম সেরা ক্লাব হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। ম্যারাডোনার হাত ধরে দুটি লিগ শিরোপা এবং একটি উয়েফা কাপের ট্রফি জিতেছিল নাপোলি। বিনিময়ে অবশ্য নেপলসবাসীও মন উজাড় করে ভালোবাসা দিয়েছে ম্যারাডোনাকে। এখনো নেপলস শহরে ম্যারাডোনার জন্ম ও মৃত্যু দিবসকে ঘিরে দেখা যায় আগের মতোই উন্মাদনা। সেই ম্যারাডোনার কারণেই এবার একটি আবাসন পুনর্নির্মাণ প্রকল্পকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। বিতর্কটি যদিও ব্যক্তি ম্যারাডোনাকে নিয়ে নয়, তাঁর বিশালাকার একটি দেয়ালচিত্র নিয়ে। ১০ কোটি ৬০ লাখ ইউরোর এই আবাসন পুনর্বাসন প্রকল্পটির অর্থায়ন করছে ন্যাশনাল রিকভারি অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স প্ল্যান। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সান জিওভান্নি তেদুচি এলাকায় দুটি আবাসিক ভবন ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করা। আগামী ফেব্রুয়ারিতে নতুন এই প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার কথা। নতুন করে ভবন বানানোর এই উদ্যোগ বিতর্কের মুখে পড়েছে মূলত একটি ভবনে থাকা ম্যারাডোনার দেয়ালচিত্রের কারণে। সর্বকালের অন্যতম সেরা এই তারকাকে সম্মান জানাতে দেয়ালচিত্রটি তৈরি করা হয়েছিল। ২০১৭ সালে দেয়ালচিত্রটি তৈরি করেছিলেন স্ট্রিট আর্টিস্ট জোরিত। এই দেয়ালচিত্রে ম্যারাডোনাকে 'মানব-ঈশ্বর' হিসেবে তুলে ধরেছেন জোরিত। মূলত ম্যারাডোনার হাত ধরে ১৯৮৭ সালে নাপোলির ইতালিয়ান লিগের শিরোপা জেতার ৩০ বছর পূর্তিতে বানানো হয়েছিল দেয়ালচিত্রটি। তবে এখন ভবনটি ভেঙে ফেলা হলে তার সঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে নান্দনিক এই দেয়ালচিত্রও।
১৯৮০-এর দশকে বড় এক ভূমিকম্পের পর এই ভবনগুলো তৈরি করা হয়েছিল। বলা হচ্ছে, ৩৬০টি পরিবারের জীবনমানের উন্নতির জন্যই এখন ভবন পুনর্নির্মাণ প্রকল্পটির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে সেখানকার অনেক অধিবাসীই চান না ম্যারাডোনার স্মৃতিবিজড়িত দেয়ালচিত্রটি ভবন পুনর্নির্মাণের জন্য ধ্বংস করে ফেলা হোক। তাঁদের চাওয়া, দেয়ালচিত্রটি অক্ষত রেখেই যেন ভবন নির্মাণের কাজটি করা হয়। এমনকি দেয়ালচিত্রটির নির্মাতা শিল্পী জোরিতেরও প্রত্যাশা, চিত্রকর্মটি সুরক্ষিত রাখা হবে। উল্লেখ্য, এই দেয়ালচিত্রের কারণে এলাকাটিও এখন পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্র।
এদিকে কদিন আগে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ইতালিতে সৃষ্ট অন্য এক বিতর্ক থেকে মুক্তি পেয়েছেন ম্যারাডোনা। কর ফাঁকির এক মামলায় ৩০ বছর ধরে এই আইনি লড়াই লড়ছিলেন ম্যারাডোনা।

অবশেষে খাজার ইচ্ছেপূরণ, ব্যাট-জুতায় নিজের 'বার্তা' প্রদর্শন

আপনজন ডেস্ক: বিগ ব্যাশ লিগে 'শান্তির প্রতীক' পায়রা ও জলপাইগাছের একটি শাখা প্রদর্শন করেছেন উসমান খাজা। এর আগে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে নিজের জুতায় এমন প্রতীকসংবলিত স্টিকার নিয়ে নামতে চাইলেও আইসিসির বাধার মুখে শেষ পর্যন্ত সেটি করতে পারেননি অস্ট্রেলিয়ান এই ব্যাটসম্যান। গ্যাবায় পার্থ স্কর্চার্সের বিপক্ষে ম্যাচে আজ নিজের জুতা ও ব্যাটের পেছনের দিকে এই স্টিকার নিয়ে নামেন খাজা। যদিও স্টিকারসংবলিত ব্যাটটি ভেঙে যাওয়ায় নতুন ব্যাট নিতে হয় তাঁকে। তবে পরের ব্যাটটিতে অমন স্টিকার ছিল না। ব্যাটিংয়ের সময় সরাসরি ধারাভাষ্যকারদের সঙ্গে কথা বলতে থাকা খাজা জানান, অতিরিক্ত কোনো ব্যাটই এ ম্যাচের জন্য নিয়ে আসতে চাননি। তবে স্ত্রী র‍্যাচেল খাজার জোরাজুরিতেই আরেকটি ব্যাট সঙ্গে নেন।
পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ শুরুর আগে থেকেই ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানানোর নানা উপায় অবলম্বন এবং সেসব করতে গিয়ে আইসিসির বাধার মুখে পড়া খাজা আছেন আলোচনায়। পার্থে প্রথম টেস্টের আগে অনুশীলনে জুতায় 'স্বাধীনতা একটি মানবাধিকার' এবং 'প্রতিটি জীবনের মূল্য সমান'—এমন স্লোগান লিখলেও শাস্তির মুখে পড়বেন বলে টেপ দিয়ে সেসব ঢেকে দিয়েছিলেন খাজা। তবে এরপর ম্যাচে কালো আর্মব্যান্ড পরে নেমেছিলেন। এ ক্ষেত্রে আইসিসির অনুমোদন নেওয়া হয়নি, যেটি নিয়মের লঙ্ঘন বলে তাঁকে ভর্ৎসনা করে আইসিসি।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. Editorial Office: 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 Editor: Zaidul Haque